বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »031 »17 Kartik 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০৩১ » « ১৭ই, কার্তিক ১৪৩০ »

গাজায় ইন্টারনেট, ফোন পরিষেবা আবার বন্ধ

গাজা ঃ ফিলিস্তিনি টেলিযোগাযোগ সংস্থা জানিয়েছে, বুধবার গাজা উপত্যকা জুড়ে ইন্টারনেট এবং ফোন নেটওয়ার্ক বন্ধ রয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক কার্যালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় ২১৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুত্তেরেস বলেছেন, এ পর্যন্ত গাজায় যে পরিমাণ ত্রাণ সহায়তার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা একেবারেই অপর্যাপ্ত। সংবাদ আউটলেটগুলো বলছে, গাজায় যুদ্ধ শুরু হবার পর আটকে পড়া বিদেশী নাগরিক এবং দ্বৈত নাগরিকরা বুধবার রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে মিশরে প্রবেশ করেছে। আহত ফিলিস্তিনিদের প্রথম দলকে চিকিৎসার জন্য মিশরে নিয়ে যাওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যে ফিরবেন। গাজা আবারও সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্ল্যাকআউটের সম্মুখীন হয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানায়, উত্তর গাজার জাবালিয়া শহরের একটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের বিমান হামলার কয়েক ঘণ্টা পরে ফোন এবং ইন্টারনেট পরিষেবার সর্বসাম্প্রতিক ব্ল্যাকআউট হলো।

বাজার দর

SENSEX : 64363.78 +282.88
NIFTY : 19230.00 +97.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .08 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .55 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

এআইর কারণে সৃষ্ট হুমকির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষার জন্য চাপ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে সৃষ্ট বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য নেতাদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বিশ্বব্যাপী এআই রোডম্যাপের জন্য জন্য বাইডেন প্রশাসনের চাপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশ্লেষকরা ঐ প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, এই প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করার জন্য মানুষের তত্ত্বাবধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এআই সামরিক বুদ্ধিমত্তা বা চিকিৎসা থেকে শিল্পক্ষেত্র পর্যন্ত সবকিছুতে প্রয়োগ রয়েছে। হ্যারিস সরকারের এআই সেফটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দিয়েছেন। তিনি সরকারের এআই ব্যবহারের বিষয়ে খসড়া নীতি নির্দেশিকা এবং এর দায়িত্বশীল সামরিক প্রয়োগের ঘোষণা প্রকাশ করেছেন। এআই বিপুল পরিমাণে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, বুধবার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ঘোষণা করেছে, তাদের এআই সক্ষম সামরিক গোয়েন্দা ডেটাবেস শীঘ্রই প্রাথমিক অপারেশনাল সক্ষমতা অর্জন করবে। অন্য যেকোনো টুলের মতো এআই এর ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। এবং এটি মানুষকে প্রতারণা, ভুল তথ্য বা আঘাত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিলিওনিয়ার টেক উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক লন্ডন সম্মেলনের ফাঁকে জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি এআইকে সমাজের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখেন। এই বছরের শুরুর দিকে মাস্ক ৩৩ হাজার জনের বেশি স্বাক্ষরিত একটি খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। চিঠিতে এআই ল্যাবগুলোকে অবিলম্বে কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য জিপিটি ফোর এর চেয়ে শক্তিশালী এআই সিস্টেমের প্রশিক্ষণ বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই সরকারি এবং প্রযুক্তি কর্মকর্তাদের সকল সমস্যার একই সমাধানের প্রয়োজন নেই, বরং মূল্যবোধের সমন্বয় এবং মানুষের তত্ত্বাবধান এবং নৈতিক কার্যক্রমের প্রয়োজন।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা ঃ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন পুটিন

মস্কো ঃ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি থেকে সরে এলো রাশিয়া। পুটিন এই বিষয়ে একটি আইনে সই করলেন।

মস্কোর দাবি, এই আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষেত্রে অ্যামেরিকা টালবাহানা করছে। সেজন্যই তারা এই আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে সরে এলো। গত মাসে রাশিয়ার পার্লামেন্ট এই চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিল। পুটিনের দাবি, রাশিয়ার এই চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত আসলে অ্যামেরিকার সামনে আয়না ধরার মতো। কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি(সিটিবিটি) ১৯৯৬ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, নতুন করে আর পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করা যাবে না। কিন্তু অ্যামেরিকা এই চুক্তি অনুমোদন করেনি। তবে তারা চুক্তি বাস্তবে মেনে চলেছে। এছাড়া চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইসরায়েল, মিশর, উত্তর কোরিয়া, ইরানও এই চুক্তি অনুমোদন করেনি।

পুটিনের দাবি, কিছু বিশেষজ্ঞ পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করতে চাইছেন। কিন্তু তিনি এখনো কোনো মতামত দেননি বা সিদ্ধান্ত নেননি।

তবে রাশিয়ার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, অ্যামেরিকা নতুন করে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা না করলে রাশিয়াও করবে না।

ইউক্রেন দাবি করেছিল, যুদ্ধে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। সেই দাবি অস্বীকার করে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ জানিয়েছেন, যুদ্ধে অচলাবস্থা দেখা দেয়নি। রাশিয়া তার সামরিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। তাদের সব লক্ষ্যই পূরণ হবে। রাশিয়া অবশ্য ইউক্রেনে তাদের আগ্রাসনকে 'বিশেষ সামরিক অপারেশন' বলে। পেশকভের দাবি, স্থির ও অবিচলিতভাবে রাশিয়া তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইউক্রেনের সেনাপ্রধান এর আগে জানিয়েছিলেন, রাশিয়া যুদ্ধে বেশি কিছু লাভ করতে পারেনি।

রাশিয়ার উপর আরো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সাইবেরিয়ায় রাশিয়ার এলএনজি প্রকল্পের উপরে। এই প্রকল্প থেকে বিশ্বের বাজারে রাশিয়া গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা করেছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি।

এছাড়া ড্রোন তৈরি করে এমন একটি সংস্থার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক বলেছেন, তার আশা, আগামী মাসে ইইউ ইউক্রেনের সদস্যপদের বিষয়টি নিয়ে এগোবে।

তিনি বলেছেন, ''আমরা চাই, ইউক্রেন ইইউ'র সদস্য হোক। ইইউকে আরো বড় করতে হবে। এটাই হবে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আগ্রাসনের পরিণতি।''

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুলেবাও বলেছেন, তাদের সদস্যপদ নিয়ে ইইউতে আলোচনা এই বছরই শুরু হয়ে যাবে বলে তারা আশা করছেন।

মার্কিন নৌবাহিনীর প্রথম নারী প্রধান

নিউ ইয়র্ক ঃ মার্কিন নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন লিসা ফ্র্যানকেতি। তিনিই হবেন অ্যামেরিকার নৌবাহিনীর প্রথম নারী প্রধান।

মার্কিন সেনেট লিসাকে নৌবাহিনীর প্রধান করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। তিনিই অ্যামেরিকার ইতিহাসে প্রথম নারী, যিনি জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ হিসাবে কাজ করবেন। তাকে চিফ অফ নেভাল স্টাফ করার জন্য সেনেটে ভোটাভুটি হয়। লিসার পক্ষে ৯৫টি ও বিপক্ষে একটি ভোট পড়ে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত জুলাই মাসে লিসাকে নৌবাহিনীর প্রধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার ও সেনাবাহিনীর আরো বেশ কয়েকজনের পদোন্নতির বিষয়টি আটকে গিয়েছিল। রিপাবলিকান সেনেটর টমি টিউবারভিলের আপত্তির জন্যই এতদিন তা থেমে ছিল। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে সেনা সদস্যদের ট্রাভেল নীতি নিয়ে টমির আপত্তি ছিল। গতবছর সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জানিয়ে দেয়, গর্ভপাত হলো সাংবাধানিক অধিকার। তাই সেনাসদস্যরা কোনো রাজ্যের বাইরে গিয়ে গর্ভপাত করাতে পারবেন। পেন্টাগন তার খরচ দেবে। অ্যামেরিকার অনেক রাজ্যেই গর্ভপাত করা নিয়ে কড়াকড়ি আছে।

পেন্টাগনের মত ছিল, কোনো সেনাসদস্যকে কোনো রাজ্যে কাজের জন্য থাকতে হতে পারে। কিন্তু অন্য রাজ্যে গিয়ে গর্ভপাত করানোর অধিকার তার আছে। লিসার নৌবাহিনীতে ৩৮ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি প্রায় সব পর্যায়ে কম্যান্ডার ছিলেন। তিনিই দ্বিতীয় নারী যাকে ফোর স্টার অ্যাডমিরাল করা হয়েছিল।

হামাস বলেছে, গাজায় শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের হামলায় ১৯৫ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরাইল বলেছে, বুধবার গাজায় একজন সেনা নিহত হয়েছে।

গাজা উপত্যকা থেকে প্রায় ৭,৫০০ বিদেশী নাগরিককে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। জাতিসংঘ কমিশন বলেছে, জাবালিয়া ক্যাম্পে হামলা যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন শুক্রবার ইসরাইল, জর্ডান সফর করবেন। আরও অনেক বিদেশী বৃহস্পতিবার অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। গাজার হামাস চালিত সরকার বলেছে, জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের হামলায় কমপক্ষে ১৯৫ জন ফিলিস্তিনি মারা গেছে। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই হামলা যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে। ইসরাইল, মিশর এবং হামাসের মধ্যকার একটি চুক্তির অধীনে ৫০০ জনের প্রাথমিক তালিকার কমপক্ষে ৩২০ জন বিদেশী নাগরিক এবং গাজার কয়েক ডজন গুরুতর আহত নাগরিক বুধবার মিশরে প্রবেশ করেছে। অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, জর্ডান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারীদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গাজা সীমান্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, বৃহস্পতিবার আবার সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেয়া হবে যাতে আরও বিদেশী বের হয়ে যেতে পারে। একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, প্রায় ৭৫০০ বিদেশী পাসপোর্টধারী প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে গাজা ত্যাগ করবে। ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে হামাসের তাণ্ডবের পর ইসলামপন্থী এই গোষ্ঠীটিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইসরাইল স্থল,সমুদ্র এবং আকাশপথে গাজায় বোমাবর্ষণ করেছে। ইসরাইল বলেছে ৭ অক্টোবরের হামলায় হামাস ১৪০০ জন মানুষকে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক এবং তারা ২০০ জনের বেশি মানুষকে জিম্মি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। ইসরাইল বলেছে, মঙ্গলবার এবং বুধবার তাদের হামলায় গাজার সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবির জাবালিয়ায় হামাসের দুজন সামরিক নেতা নিহত হয়েছে। ইসরাইল বলেছে, বেসামরিক ভবনের নিচে, আশেপাশে এবং ভেতরে হামাসের কমান্ড সেন্টার এবং সন্ত্রাসী অবকাঠামো রয়েছে। এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স (পূর্বনাম টুইটার)'এ জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার লিখেছেন, জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের বিমান হামলায় বিপুল বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এবং ধ্বংসের মাত্রা বিবেচনা করে আমরা গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করছি যে, এগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ হামলা যা যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'।

বক্তব্য ▶ যারা হামাসের প্রশংসা করে ও ইসরায়েলি পতাকা পোড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা করেন হাবেক

'জার্মানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোনো জায়গা নেই'

বার্লিন ঃ জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর হাবেক এক ভিডিও বার্তায় ইহুদি ও মুসলিম বিদ্বেষ নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে তিনি মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে ইহুদি বিদ্বেষের নিন্দার আহ্বান জানান। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি যে জার্মান সমাজের উপরও গভীর প্রভাব রাখছে, গত কয়েক সপ্তাহের বিভিন্ন ঘটনা তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ দেখাতে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে কিছু মানুষ। কিন্তু সেইসঙ্গে বেড়ে চলেছে ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা। ফলে জার্মানিতে ইহুদি স্থাপনা থেকে শুরু করে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রা চাপের মুখে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতারা বার বার সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেও বাস্তবে তেমন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এমনই প্রেক্ষাপটে জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী রোব্যার্ট হাবেকের এক ভিডিও বার্তা দলমত নির্বিশেষে যথেষ্ট প্রশংসা পাচ্ছে। বুধবার পোস্ট করা সেই ভিডিও ৭০ লাখেরও বেশি দেখা হয়েছে।

প্রায় দশ মিনিটের ভাষণে হাবেক সবার আগে ইহুদিবিদ্বেষের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, জার্মানিতে ইহুদি নিধন যজ্ঞের প্রায় ৮০ বছর পর তার ইহুদি বন্ধুবান্ধব ও নেতারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। হাবেক জার্মানির মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় ইহুদিবিদ্বেষের নিন্দার আহ্বান জানান। তার মতে, ইসরায়েলের সমালোচনা ন্যায্য হলেও হামাসের কুকীর্তির সঙ্গে ইসরায়েলের বাহিনীর কার্যকলাপ সমানভাবে দেখা গ্রহণযোগ্য নয়। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার ও নিজস্ব রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়াও অন্যায় নয়। তবে বিশেষ করে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া রাজনৈতিক জবাবের ডাক দেন তিনি। যারা হামাসের প্রশংসা করে ও ইসরায়েলি পতাকা পোড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা করেন হাবেক। যে সব অভিবাসী এমন কার্যকলাপ চালাচ্ছেন, তাদের রেসিডেন্সি পার্মিট হারানো বা বিতাড়িত হবার ঝুঁকির কথা ভাবতে হবে।

হাবেক মনে করিয়ে দেন, যে জার্মানিতে মুসলিমরাও বৈষম্যের শিকার হন। সে কারণেই অন্যান্য গোষ্ঠী হুমকি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হলে তাদের প্রতি সংহতি দেখানো জরুরি। হাবেক বলেন, জার্মানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোনো জায়গা নেই। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা বাড়লেও বিশেষ করে চরম দক্ষিণপন্থি মহলে সেই মনোভাব রোপীত রয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানির স্বার্থে সেই শক্তি আপাতত নীরব রয়েছে। হাবেক বামপন্থি রাজনীতিকদের মধ্যেও ইহুদিবিদ্বেষের সমালোচনা করেন।

জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর হাবেকের সেই ভাষণ বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। জার্মানিতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত রন প্রোসোর সাহস, নৈতিকতার মানদণ্ড ও স্পষ্টতার জন্য হাবেকের প্রশংসা করেন। বিরোধী ইউনিয়ন শিবিরের একাধিক নেতাও সবুজ দলের এই নেতার স্পষ্ট বক্তব্যকে স্বাগত জানান। বৃহস্পতিবার হাবেক নিজে ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে আরো তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসও বিভিন্ন ভাবে এ বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরছেন বলে হাবেক মনে করিয়ে দেন। শলৎসও হাবেকের ভাষণের প্রশংসা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে যা বলেছেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন

মালদা ঃ এরাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গিয়েছে। যা বিগত দিনে অনেক রাজনৈতিক দলগুলি করতে পারে নি। শুধু ভোট আসলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যান বিরোধীরা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তা করেন নি। এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে যা বলেছেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। রবিবার মালদায় রাজনৈতিক জেলা কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বলেছেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন , বিগতদিনে নির্বাচন আসলেই দেখা গিয়েছে বিভিন্ন দল নানান প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকরী হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সিনেমায় নায়ক নয়, ভিলেনের চরিত্রে রাজনৈতিক দলের নেতাদের তুলে ধরা হচ্ছে। নেতাদের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয়, তা উন্নয়নের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন স্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি আসন্ন লোকসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করে যে মালদায় এই রাজনৈতিক জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেতুমোড় এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে এই রাজনৈতিক জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, বিধায়ক সমর মুখার্জি, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, কার্তিক ঘোষ সহ তৃণমূল দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা । এদিন দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয় রাজনৈতিক জেলা কনভেনশন। চলে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। সেখানেই নানান বিষয় নিয়েই দলীয় স্তরে কর্মীদের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়।

রাজ্য পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব উন্নয়নমূলক কাজগুলি করেছেন তা সার্বজনীন হিসাবেই মানুষের কাছে উঠে এসেছে। সেই দুয়ারে সরকার প্রকল্পে পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে সাধারণ মানুষের আবেদনপত্র জমা নেওয়া এবং তা কার্যকরী করার সমস্ত রকম উদ্যোগ নিয়েছে তৃণমূল সরকার । বিগত দিনে যারা ক্ষমতায় ছিলেন , তারা কখনোই সাধারণ মানুষের বিষয় নিয়ে ভাবেন নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কাজ করে গিয়েছেন।

পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর আরও বলেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের অন্যান্য সরকারের থেকে সব রকম ভাবে সফল হয়েছে। তা বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে। বিগত দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের ভরসা ও বিশ্বাস প্রায় উঠে যেতে বসেছে । কিন্তু সেই জায়গায় থেকে মানুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুধু নির্বাচন আসলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই দায়িত্ব এড়ালে চলবে না। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, তৃণমূল সরকারের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের সহযোগিতার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের উন্নয়ন করা। সেক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দলীয়স্তরে কেউ কেউ নানান কাজ নিয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য , গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতিদের এড়িয়ে সরাসরি বিডিওর কাছে গিয়ে ঘোরাফেরা করেন। এক্ষেত্রে নিজেদের এলাকার জনপ্রতিনিধিদের জানান। তাঁদের সহযোগিতা নিন। নইলে দলীয় একতা থাকবে না।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোথাও কোনো রকম কাজ বেরোলে , সেই কাজ কোন অঞ্চল নিবে তা নিয়েই শুরু হয় বাদানুবাদ। এটা একেবারেই ঠিক নয়। মানুষের উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য প্রধানদের সঙ্গে বসে কথা বলতে হবে। আইনগতভাবে চলতে হবে এবং আইনিভাবে কাজ করতে হবে। এখানে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করলে হবে না। মনে রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে গোটা রাজ্যের উন্নয়নের জোয়ার এনে দিয়েছে তারজন্য বিরোধীদের কোনভাবেই কথা বলার সুযোগ করে দেব না । মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছেন বলেই আমরা আছি। তৃণমূল দল আছে বলে আপনারা আছেন। তাই আমরা সকলেই দলনেত্রীকে ভালোবাসি। তাঁর উন্নয়নের জন্য সমস্ত রকম ভাবে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

ফালাকাটা লায়ন্স ক্লাব এর পক্ষ থেকে উৎসবের উপহারের আয়োজন

আলিপুরদুয়ারঃ ফালাকাটা লায়ন্স ক্লাব এর পক্ষ থেকে উৎসবের উপহারের আয়োজন। পুজোতে ঢাক বাজিয়ে যা রোজগার হয় সেই টাকায় পুজোর পর নতুন জামাকাপড় কেনেন ঢাকিরা।তাই এবার পুজোর আগেই ঢাকিদের নতুন কাপড় দেওয়া হলো। শনিবার দুপুরে মহালয়ার পূর্ণ তিথিতে ফালাকাটার মেন রোড ট্রাফিক মোড়ে এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফালাকাটা ব্লকের ঢাকীদের নতুন বস্ত্র স্মারক ও মিষ্টি উপহার দেওয়া হল

অনৈতিক কাজের অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। পাল্টা অভিনন্দন মেয়রের

শিলিগুড়ি ঃ যে যাই বলুক নেত্রীর নির্দেশে গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করবো।টক টু মেয়রে পালটা হুশিয়ারি মেয়র গৌতম দেবের।দেরিতে হলেও ব্যস্ততার মাঝে টক টু মেয়রে মানুষের অসুবিধার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব। অনেকে তাকে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ ও জানান। তবে পুরসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এক ব্যক্তি মেয়রকে ফোন করে অনৈতিক কাজের অনুমতি দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। পাল্টা অভিনন্দন মেয়েরাও জানান অভিযোগকারীকে। তবে কেনই বা মেয়রকে এমনভাবে তাচ্ছিল্য করলেন ওই ব্যক্তি। তার জবাবে মেয়র জানান,, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তারা গরিব মানুষের স্বার্থে তারা কাজ করেন। ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে গরিব মানুষের স্বার্থে তিনিই ১ কাঠা জায়গার উপর বাড়ি বানাবার নির্দেশ দিয়েছেনএক গরীব মানুষকে।আর তাতেই বাধা আনছেন এক প্রতিবেশী। ফোনে তাকে মেয়র পরিস্কার জানিয়ে দেন ওই কাজ তিনিই অনুমতি দিয়েছেন। তবে বহুতলের নয়,ছোট্ট একটি বাড়ি করবার।তবে যতই বাধা আসুক কাজ তিনি করাবেনই।

প্রজ্ঞাশ্রীকে সংবর্ধনা চাঁচল থানা পুলিশের

মালদা ঃ জাতীয় স্তরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খুদে প্রজ্ঞাশ্রী কে বাড়ি বয়ে গিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন পুলিশ আধিকারিকেরা। শনিবার দুপুরে মালদার চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু চাঁচলের ভারতীনগরের ক্ষুদে প্রতিভাবপণ প্রজ্ঞাশ্রী মজুমদারকে পুষ্পস্তবক, ট্রেডিবিয়ার, চকলেট মিষ্টি সহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি খুদে কন্যার মুখ থেকে শুনেন ২ থেকে ১৫ এর ঘরের নির্ভুল নামতা উচ্চারণ ও সংস্কৃত শ্লোক যা শুনে রীতিমতো আপ্লুত হয়ে উঠেন থানার আইসি সহ অন্যান্যরা।উল্লেখ্য,মালদহের চাঁচল সদরের ভারতী নগরের বাসিন্দা খুদে প্রজ্ঞাশ্রী মজুমদার। এই একরত্তি মেয়ে গড়েছে রেকর্ড। চার বছরের খুদের প্রতিভায় মুগ্ধ সকলে। ২ মিনিট ১০ সেকেন্ডের মধ্যে ১ থেকে ১৫ র ঘরের নামতা টানা নির্ভুল উচ্চারণ করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড জায়গা করেছে খুদে কন্যা। থেকে মিলেছে শিরোপাও। চলতি বছরের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে মেয়ের এই প্রতিভার ভিডিও ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস পাঠান পৌলুমী দেবী। যেখানে মাত্র দুই মিনিট ১৬ সেকেন্ডের মধ্যে ২ থেকে ১৫ ঘরের নামতা নির্ভুল উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে একটানা বলেছে প্রজ্ঞাশ্রী। এরপর ১৭ আগস্ট দপ্তর থেকে প্রজ্ঞাশ্রীর সেই প্রতিভার কীর্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংস্থার তরফ থেকে শংসাপত্র, মেডেল সহ বিভিন্ন উপহার প্রজ্ঞাশ্রীর বাড়ির ঠিকানায় আসে।যে পুরস্কার বাড়িতে আসতেই একরত্তি মেয়ের আনন্দ যেন আর ধরছে না। আজ সেই খুদে প্রজ্ঞাশ্রীর প্রতিভাকে সম্মান জানালো চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু। বাড়ি গিয়ে প্রজ্ঞাশ্রী মজুমদারকে পুষ্পস্ত আবেগের পাশাপাশি উপহার সামগ্রী দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেন আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।

বেতনের দাবীতে বাগান ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

জলপাইগুড়ি ঃ চা শ্রমিকদের বেতন আটকে রাখার অভিযোগ। অভিযোগ উঠলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জয়পুর সীতারামপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।বেতনের দাবীতে বাগান ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। শ্রমিকরা জানান, পুজোর মুখে গত ১৫ দিনের বেতন আটকে রেখেছে বাগান কর্তৃপক্ষ। গত মঙ্গলবার বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও দেননি। শুক্রবারে দেওয়ার কথা বলেন। এরপর শুক্রবারও সেই বেতন মেটানো হয়নি। শ্রমিকদের অভিযোগ, বেতন নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে।বোনাস তো দূরের কথা ন্যায্য বেতন পর্যন্ত দিচ্ছে না। তাই বেতনের দাবীতে বাধ্য হয়ে শনিবার সকালে বাগানের অফিসে ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকেরা।যদিও বাগান ম্যানেজার এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

কোচবিহারে আসা নাগাল্যান্ড পুলিশকে হেনস্তা এবং গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ অপহরণের ঘটনায় শীতলকুচিতে তদন্তে আসা নাগাল্যান্ড পুলিশকে হেনস্তা করার পাশাপাশি তাদের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো এলাকাবাসীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে শীতলকুচির গাছতলা এলাকায়। জানা গেছে এদিন নাগাল্যান্ড পুলিশের একটি দল অপহরণের ঘটনায় শীতলকুচির গাছতলা এলাকায় তদন্তে আসেন। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে গেলে এলাকার বাসিন্দাদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় নাগাল্যান্ড পুলিশের।তারপরই এলাকাবাসীরা নাগাল্যান্ড পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরবর্তীতে শীতলকুচি থানার পুলিশ এবং নাগাল্যান্ড পুলিশ ভাঙচুর করা গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অভিযুক্তদের পাল্টা অভিযোগ ব্যবসার খাতিরে টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি তাদের বাড়িতে এসেছে। আত্মিয়ের মতোই তারা রয়েছে। হঠাৎ করে আজ পুলিশ এসে তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করে। এর ফলে এলাকার মানুষ ক্ষেপে যায়।

পুরনিগমের নতুন ভবনের কয়েকটি ঘরের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের নতুন ভবনের কয়েকটি ঘরের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। আজ থেকে মেয়র এবং কয়েকজন মেয়র পারিসদরা এই নবনির্মিত বহু তলের কয়েকটি ঘরে বসবেন এবং এখান থেকেই নিজেদের কাজ পরিচালনা করবেন।শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ঘর গুলির উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য বাম আমল থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই নতুন বহুতলের কাজ শুরু হয় কারণ পুরোনো বিল্ডিংটি প্রায় ভগ্ন দশায় রয়েছিল,তার পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জায়গার অভাব দেখা যাচ্ছিল। তবে বেশ কিছু কারণে সেই বিল্ডিংয়ের কাজে বাধা পড়ে। পরবর্তীতে তৃণমূল পরিচালিত নতুন বোর্ড আসায় নতুন ভাবে এই বহুতলের ডিজাইন ড্রইং করা হয়। গ্রাউন্ড ফ্লোর সহ চারতলা এই বিল্ডিং নির্মাণের কাজ এখনো চলছে। এদিন কয়েকটি ঘর খুলে দেওয়া হলো।

লর্ড ক্যানিং এসেছিলেন ঘোষ বাড়ির দুর্গা পুজোয়

বারুইপুর ঃ জমিদারী প্রথা চলে গিয়েছে , কিন্তু আজও জমিদারী প্রথার ইতিহ্য বহন করে ১৪১ বছর ধরে দুর্গা পুজো হয়ে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের রামনগরের ঘোষ বাড়িতে। ইংরেজ আমলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং জমিদার নরেন ঘোষের ছিলেন অতি ঘনিষ্ঠ। তাই ক্যানিং যাওয়ার পথে দুর্গা পুজোর সময় এই বাড়িতে এসেছিলেন লর্ড ক্যানিং। পুজোয় কয়েক ঘন্টা সময়ও কাটিয়েছিলেন তিনি। এই পুজোয় একসময় ছাগ বলির নিয়ম ছিল । কালের নিয়মে ছাগ বলি বন্ধ হয়ে গেলেও নিয়ম করে আজও আখ ও চালকুমড়ো বলি হয়ে আসছে এই পুজোয়। অষ্টমীর দিন ঘোষ বাড়ির পুজোয় নিরামিশ আহার খেতেই ভিড় জমান গ্রামের প্রচুর লোকজন ।রামনগরের ঘোষ বাড়ির প্রথম জমিদার ছিলেন কৈলাস ঘোষ। তাঁর নামানুসারে বাড়ির নাম কৈলাস ভবন। কৈলাসবাবুর ছেলে নরেন ঘোষ ইংরেজ আমলে ঘোষ বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু করেন। বাড়ির দুর্গা দালানে এখন চলছে প্রতিমা তৈরির শেষ মুহূর্তের জোর প্রস্তুতি। কয়েকদিন পরেই সাজ সাজ রব পড়ে যাবে জমিদার বাড়িতে। কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন ঘোষ পরিবারের সদস্যরা। সবাই পুজোর কয়েকদিন মিলিত হয়ে যান ঘোষ বাড়ির দুর্গা দালানে। প্রবীন সদস্য মলয় ঘোষ বলেন, ইরেজ আমলে বারুইপুর থেকে ক্যানিং যাওয়ার রাস্তা ছিল মাটির। তাই ক্যানিং যাওয়ার পথে বড়লাট লর্ড ক্যানিং তাঁর ফিয়েট গাড়ি এই ঘোষ বাড়ির পিছনে রেখে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে ক্যানিং যেতেন। পূর্ব পুরুষ নরেন ঘোষের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় একবার দুর্গা পুজোয় তিনি বাড়িতে এসে পুজো দেখেওছিলেন। সময় কাটান দীর্ঘক্ষণ । এছাড়া প্রায় সময়েই ইংরেজ সাহেবরা তাঁদের গাড়ি রাখার জন্য প্রায় আসতেন এই বাড়িতে। আগে ষষ্ঠীর দিন রাঁধুনি সোনা ঠাকুরের কচু দিয়ে দেশী চিংড়ির ঝোল রান্না খেতে প্রচুর মানুষের সমাগম হত। অষ্টমীর দিন এখনও নিরামিশ পদে লুচি, ফুলকপির ডালনা খেতে গ্রামের মানুষজন ভিড় জমান । তবে সংখ্যা কিছুটা কমেছে। সপ্তমী থেকে দশমী চালকুমড়ো ও আখ বলি হয়। সন্ধি পুজো দেখতে আশপাশের গ্রামের মহিলারাও জড় হয়ে যান। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে এই পুজো হয়ে আসছে। জমিদারী প্রথার রীতি মেনেই বিসর্জনের দিন কাঁধে করেই ঢাক ঢোল বাজিয়ে মাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির পুকুরে। সেই পুকুর হেদুয়ার পুকুর বলে এলাকায় পরিচিত। এই পুকুরেই ইংরেজ সাহেবরাও স্নান করতে আসতেন একসময় ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার হিরাপুর থানা অন্তর্গত ধেনুয়া গ্রামে একদিনের দুর্গাপুজো আযজেন করা হয় মহালয়ার দিনে

পশ্চিম বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার হিরাপুর থানা অন্তর্গত ধেনুয়া গ্রামে একদিনের দুর্গাপুজো আযজেন করা হয় মহালয়ার দিনে। এই পুজো ১৯৭৩ সালে কালীকৃষ্ণ সরস্বতী ঠাকুরের হাত ধরে শুরু হয়েছিল। কালীকৃষ্ণ সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ এবং তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দুর্গাপুজো একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং এটি গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।১৯৭৩ সালে, কালীকৃষ্ণ সরস্বতী ঠাকুর গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে মহালয়ার দিনে একদিনের দুর্গাপুজো করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজেই পুজোর সমস্ত আযজেন করেন। তিনি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং একটি ছোট মন্দির তৈরি করেন। তিনি নিজেই মূর্তি তৈরি করেন এবং পুজোর আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।কালীকৃষ্ণ সরস্বতী ঠাকুরের মৃত্যুর পর, তার পুত্র তরুণ সরস্বতী ঠাকুর পুজোর দায়িত্ব নেন। তিনি তার পিতার আদর্শ অনুসরণ করে পুজোকে আরও সুন্দর ও ঐতিহ্যবাহী করে তোলেন। আজ, ধেনুয়া গ্রামের একদিনের দুর্গাপুজো একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন।কালীকৃষ্ণ সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন একজন মহান মানুষ। তিনি তার ধর্মীয় চেতনা ও গ্রামের উন্নতির জন্য কাজের জন্য সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।এই পুজোর কিছু বিশেষ দিক হলএই পুজো মহালয়ার দিনে অনুষ্ঠিত হয়।এই পুজো একদিনের হয়।এই পুজোতে একটি ছোট মন্দির ব্যবহার করা হয়। এখানে মায়ের সাথে তার পরিবারে কোন সদস্য থাকে না, সেখানে তার দুই সখি জয়া ও বিজয়া থাকেন।এই পুজোতে স্থানীয় শিল্পীরা মূর্তি তৈরি করেন।এই পুজোতে সাধারণ মানুষই পুজোর আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।এই পুজো ধেনুয়া গ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এটি গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

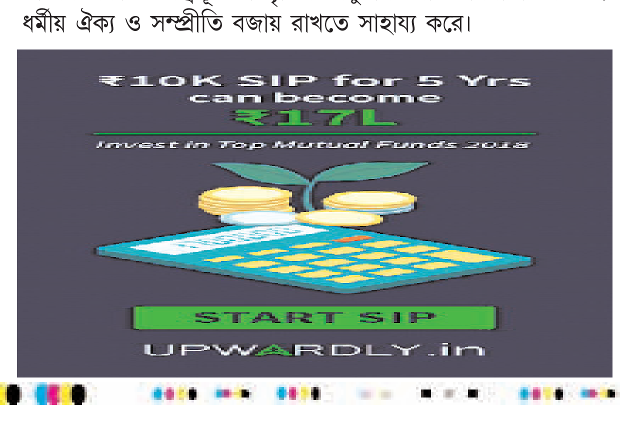

বীরভূম জেলায় গজিয়ে উঠলো নতুন নতুন স্কুল ফাঁপড়ে চাকরিপ্রার্থীরা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পয়লা নভেম্বর সন্ধ্যায় আপার প্রাইমারি স্কুলের নিয়োগের চাকরি প্রার্থীদের কাউন্সেলিংর জন্য বিদ্যালয়ের নাম সহ বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর । সেখানে বীরভূম জেলার লিস্টে দেখা মিললো ভুল ঠিকানায় নতুন নতুন স্কুল ফাঁপড়ে চাকরিপ্রার্থীরা । ভ্যাকেনসি কোড ২০৪১০১৫৯ আরবিক বিষয় ওবিসিএ ক্যাটেগরির জন্য চিনপাই হাইস্কুলের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে শ্রীপুর,কলিঠা, নলহাটি কিন্তু চিনপাই হাইস্কুল দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত চিনপাই গ্রামে অবস্থিত । ভ্যাকেনসি কোড ২০৪৪০৬৪৮ বাংলা বিষয় এসসি ক্যাটেগরির জন্য বাবুইজোড় ধরনীধর হাইস্কুলের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে ডাঙ্গালবুনিয়া, লাভপুর কিন্তু বাবুইজোড় ধরনীধর হাইস্কুল খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোড় গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুইজোড় গ্রামে অবস্থিত । ভ্যাকেনসি কোড ২০৪৪০৬৫৭ যাত্রা খোদেজা খাতুন হাইস্কুলের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে কানাইপুর,খানপুর, মুরারই কিন্তু যাত্রা খোদেজা খাতুন হাইস্কুল দুবরাজপুর ব্লকের সাহাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের যাত্রা গ্রামে অবস্থিত । ভ্যাকেনসি কোড ২০৪৪০৮২৯ বারা লোহাপুর চারুবালা গার্লস হাইস্কুলের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে জলুন্দি,নানুর কিন্তু বারা লোহাপুর চারুবালা গার্লস হাইস্কুল নলহাটি দুইনং ব্লকের বারা একনং গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত লোহাপুর গ্রামে অবস্থিত । বাংলা বিষয় এসটি ক্যাটেগরির জন্য ভ্যাকেনসি কোড ২০৪৪০৯৮০ নবসন হাইস্কুলের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে বালিজুড়ি, দুবরাজপুর কিন্তু নবসন হাইস্কুল খয়রাশোল ব্লকের পারশুনডী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত নবসন গ্রামে অবস্থিত । ভ্যাকেনসি কোড ২০৪৪০৯৮৬ তাপাসপুর জুনিয়র হাইস্কুল ঠিকানা দেওয়া রয়েছে সাইথিয়া কিন্তু তাপাসপুর জুনিয়র হাইস্কুল দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত তাপাসপুর গ্রামে অবস্থিত । এগুলো উদাহরণ মাত্র । এরকম আরো ভুল ঠিকানা লক্ষ্য করা যাবে লিস্টে । ভুল ঠিকানা লিস্টে দেওয়ায় ফাপড়ে পড়েছে চাকরি প্রার্থীরা । কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে কাউন্সেলিং । স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রকাশিত তালিকায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ছাপ স্পষ্ট তা বলাই যায় ।

আসানসোলের বড় পুজো গুলি অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ভিড়ের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী

আসানসোল ঃআসানসোলের বড় পুজো গুলি অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ভিড়ের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী শনিবার আসানসোল শহরের বেশ কয়েকটি পূজো মন্ডপে ঘুরে দেখেন তিনি পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলির সাথে কথা বলে সমস্ত রকম অ্যারেঞ্জমেঃট খতিয়ে দেখেছেন কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী সঙ্গে ছিলেন ডিসিপি ট্রাফিক ডিসিপি সেন্ট্রাল সহ পুলিশের অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা, এদিন নগর পাল সুনীল কুমার চৌধুরী সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন আসানসোল শহরের বড় পুজো গুলোর ফায়ার ব্যবস্থা বেশি জনসমাগম হলে এঃট্রি ও এক্সিট ব্যবস্থা নিয়ে পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের সাথে কথা হয়েছে এছাড়াও পুলিশের পক্ষ থেকে যে সমস্ত নির্দেশিকা রয়েছে সেগুলি নিয়েও আলোচনা হয়। সূত্রের খবর পুজোর দিনগুলিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ভিড় সামলানোর জন্য রাস্তায় প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হবে বলে জানা গেছে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরীর অভিযোগে, কন্টাক্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ শনিবার গ্রামবাসীদের

পূর্ব বর্ধমান ঃনিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরীর অভিযোগে, কন্টাক্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ শনিবার গ্রামবাসীদের। তিন মাস হয়নি রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তার মধ্যেই এখন দেখা যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে পিচ।,রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে গর্ত। তাই এদিন কন্টাকটারকে কাছে পেয়ে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত নিমো২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের, সলদা এলাকায়। গ্রামবাসীদের দাবি সম্পূর্ণ রাস্তাটি সুন্দর ভাবে আবার করে দিতে হবে। এ বিষয়ে কন্টাক্টরের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কিছু না বলে এড়িয়ে জান।তবে তিন মাসের মধ্যে রাস্তার এই হাল হওয়ার কারণে উচ্ছে প্রশ্ন।

পুলিশ সঠিক ভূমিকা পালন না করলে আগামী দিনে নন্দীগ্রামের মত দেখতে হবে, খেজুরি থানায় ঢুকে এমনটাই হুশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম ঃপুলিশ সঠিক ভূমিকা পালন না করলে আগামী দিনে নন্দীগ্রামের মত দেখতে হবে, খেজুরি থানায় ঢুকে এমনটাই হুশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। খেজুরি থানায় ঢুকে থানায় রীতিমত পুলিশ কে ধমক দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। খেজুরি থানায় ঢুকে থানায় রীতিমত পুলিশ কে ধমক দিলেন। বাটুল দা আজকে যা করেছেন তার ফল আপনাদের ভুগতে হবে। পুলিশ সঠিক ভূমিকা পালন না করলে আগামী দিনে নন্দীগ্রামের মত দেখতে হবে। বাড়ি ভাঙচুর হলে পরের দিন গাছের গুড়ি পড়বে আর খেজুরিতে বন্ধ হবে। পালিয়েছে মমতা পুলিশ। খেজুরি থানায় ঢুকে এমনটাই হুশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।প্রসঙ্গত, খেজুরির বিজেপি কর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচার ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে খেজুরির বিদ্যাপীঠ থেকে জনকা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করলেন শুভেন্দু অধিকারী সেইসঙ্গে তিনি

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কিছু আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের সুযোগ দিচ্ছে জার্মানি

বার্লিন ঃ নির্দিষ্ট কিছু আশ্রয়পার্থীদের জার্মানির শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ দিতে চলেছে জার্মান সরকার। সেইসঙ্গে মানব পাচারকারীদের শাস্তির বিধান আরো কড়া করা হচ্ছে। বহিরাগতদের ঢল সামলাতে আরো উদ্যোগের সম্ভাবনা বাড়ছে।

একদিকে শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ঢল সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে জার্মানি তথা ইউরোপ। অন্যদিকে শ্রম বাজারের চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে কর্মী আনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন কমাতে জার্মান সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কড়া পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছে। এরই মাঝে জার্মান মন্ত্রিসভা জার্মানিতে বসবাসরত রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও জার্মানিতে থাকার সাময়িক অনুমতি পাওয়া মানুষদের কাজের সুযোগ দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ অনুমোদন করেছে। আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর যে সব মানুষ জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য, অথচ বিভিন্ন কারণে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না, এমন মানুষদের জন্য সরকারি আতিথেয়তার বদলে বৈধ আয়ের পথ খুলে দিতে চায় জার্মানি। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ২০২২ সালের শেষে এমন মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ চার হাজার। তাদের মধ্যে প্রায় আড়াই লাখের জার্মানিতে থাকার সাময়িক অনুমতি রয়েছে। আপাতত শুধু এই তারিখ পর্যন্ত আসা বিদেশিরাই কাজের সুযোগ পাবেন। অন্য কিছু শরণার্থীও নয় মাসের বদলে ছয় মাস পর কাজের অনুমতি পাবেন। জার্মান সরকারের পদক্ষেপের আওতায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা অবশ্য এমন সুযোগ পাবেন না। অর্থাৎ 'নিরাপদ' হিসেবে চিহ্নিত দেশগুলি থেকে আসা যে সব মানুষের আশ্রয়ের আবেদন 'স্পষ্টত ভিত্তিহীন' মনে করা হবে এবং যারা নিজেদের পরিচয় গোপন করছেন, তারা জার্মানিতে কাজের সুযোগ পাবেন না। তাছাড়া আবেদন নাকচ হওয়া শরণার্থীদের দ্রুত ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে সরকার।

জার্মানির জোট সরকারের অন্যতম শরিক সবুজ দলের এক সংসদীয় নেতা সরকারের এমন পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করে বলেন, জার্মানিতে কর্মদাতারা হন্যে হয়ে কর্মীর খোঁজ করছে। পৌরসভাগুলির চাপ কমানোর প্রয়োজন বাড়ছে। তাছাড়া কাজ করলে মানুষ করদাতা হয়ে ওঠেন। নতুন নিয়মের ফলে ঠিক কত সংখ্যক বহিরাগত মানুষ জার্মানির শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার অবশ্য সে বিষয়ে কোনো সংখ্যা বলতে পারেন নি।

বহিরাগতদের জার্মানির শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ সহজ করার পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে আদম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আরো কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার। যে সব মানব পাচারকারী মানুষের জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও তাদের ইউরোপে আনার চেষ্টা করছে, আদালত তাদের দশ থেকে ১৫ বছর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে। এখনো পর্যন্ত তিন থেকে ১৫ বছরের সাজার সুযোগ ছিল।

বহিরাগতদের ঢল সামলাতে জার্মানির ফেডারেল সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গেও সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস আগামী সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। বহিরাগদের আশ্রয়ের ব্যয়ভার সামলাতে আরো ফেডারেল সহায়তার দাবি বাড়ছে। সেইসঙ্গে রাজ্য ও পৌর কর্তৃপক্ষ আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যার ঊর্দ্ধসীমা স্থির করার জন্য চাপ দিচ্ছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের সাবওয়েতে হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার

বার্লিন ঃ পুলিশ জানিয়েছে, ফ্রাঙ্কফুর্টের সেন্ট্রাল স্টেশনের সাবওয়ে থেকে এই হ্যান্ড গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়েছে। একজন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। সাবওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু মানুষ এই হ্যান্ড গ্রেনেডটি দেখতে পান। তারা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেনেডের মধ্যে বিস্ফোরক ছিল। জার্মানির ট্যাবলয়েড বিল্ড জানিয়েছে, এই গ্রেনেডটি সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় তৈরি এবং এম৫২ মডেলের। ২০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে মানুষ মারার ক্ষমতা আছে এই গ্রেনেডের। পুলিশ এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সেখানে একজন সন্দেহভাজনকে তারা চিহ্নিত করেছে। ভোরবেলা মুখে মাস্ক পরে একজন সাবওয়েতে ঘোরাফেরা করছিল। সে গ্রেনেডটি একটি শপিং আর্কেডের সামনে রেখে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, চারটে ১৮ মিনিট নাগাদ একজন অজানা পুরুষকে স্টেশনের বি ও সি লেভেলে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। অল্প সময় পর বি লেভেলে সে গ্রেনেডটি রেখে চলে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, তারা কিছু সূত্র পেয়েছে। সেগুলি অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছেও তথ্য দেয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এর আগেও ফ্রাঙ্কফুর্ট রেল স্টেশনে অপরাধমূলক কাজকর্ম হয়েছে। ২০২১ সালে সেন্ট্রাল স্টেশনে প্রচুর মানুষ ছুরিকাহত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে এক দুষ্কৃতী এক নারী ও তার আট বছর বয়সি ছেলেকে ট্রেনের সামনে ফেলে দেয়। বাচ্চাটি মারা যায়। একই বছরে স্টেশনের কাছে একটি ব্যাংক ডাকাতি হয়, তারপর স্টেশন বন্ধ রাখা হয়।

জার্মানির দলীয় রাজনীতির জগতে ছন্দপতন

বার্লিন ঃ জার্মানিতে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং বিরোধীদের উপর নিপিড়ন বা নেতাকর্মী গ্রেপ্তারের ঘটনা এতকাল অভাবনীয় ছিল। কিন্তু চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির উত্থান বর্তমানে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে দলীয় রাজনীতির চরিত্র দেখলে প্রায়ই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এটাই কি প্রকৃত গণতন্ত্র? জনসাধারণের ভোটে কোনো সরকার ক্ষমতায় এলেই কি গণতন্ত্রের শর্ত পূরণ করা যায়? সরকারি দলই যদি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো খর্ব করে নিজস্ব স্বার্থে 'কলকাঠি নাড়াতে' পারে, তাহলে সেই শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকবে কী করে! বিশ্বের কোনো গণতান্ত্রিক দেশই বোধহয় নিজেদের 'নিখুঁত' হিসেবে দাবি করতে পারে না। তবে সেই সব খুঁত দূর করতে অবিরাম তর্কবিতর্ক, আইন প্রণয়ন ও উন্নতির প্রয়াস চলতে থাকলে সেই গণতন্ত্রকে 'জীবন্ত' বলা চলে। গত শতাব্দীতে নাৎসি দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জার্মানিতে ক্ষমতায় এলেও ছলে বলে কৌশলে বিরোধী দল, বিরোধী মত, সব রকম বিরোধিতা নৃশংসভাবে স্তব্ধ করে দেশবিদেশে ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছিল। মানবজাতির ইতিহাসে অভূতপূর্ব ইহুদি নিধনযজ্ঞের পাশাপাশি সংহিসতা ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে সেই অশুভ শক্তি জার্মানির বাকি রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠও স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সঙ্কুচিত জার্মানির বিভাজনের জের ধরে দুই অংশে একেবারে ভিন্ন রাজনৈতিক 'এক্সপেরিমেন্ট' শুরু হয়। কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই অগণতান্ত্রিক একদলীয় শাসনতন্ত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে নাগরিকদের অধিকার সীমিত রেখেছিল। অন্যদিকে মিত্রশক্তির তিন দেশ ‐ অ্যামেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিকে গণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেও দেশটিকে অনেককাল পুরোপুরি সার্বভৌম হতে দেয় নি। হিটলারের কীর্তিকলাপের পুনরাবৃত্তি এড়াতে দেশের শাসনব্যবস্থার যতটা সম্ভব বিকেন্দ্রিকরণও নিশ্চিত করা হয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তর থেকে অনেক ক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্রাসেলসের হাতে চলে গেছে।

সেই পশ্চিম জার্মানির দলীয় রাজনীতিতেও কোনো একটি দল একছত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারে নি। দুই প্রধান দলের নেতৃত্বে বার বার জোট সরকার গড়তে হয়েছে। ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার বণ্টনের বেড়াজালে জার্মানির কোনো চ্যান্সেলর বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করার তেমন সুযোগ পান নি। ১৯৯০ সালে দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের পরেও সেই প্রবণতা চলে আসছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য থেকে গেছে। সেই 'স্থিতিশীল' যুগ আর নেই। এই মুহূর্তে জার্মানির দলীয় রাজনীতির কাঠামো নাড়িয়ে দিচ্ছে চরম দক্ষিণপন্থি এএফডি দল। মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই দলের উত্থান এড়ানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। জনমত সমীক্ষায় বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এএফডি। অদূর ভবিষ্যতে আরো এক বামঘেঁষা পপুলিস্ট দল জার্মানির রাজনৈতিক আঙিনায় আরো বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এমন সব দল জার্মান সংবিধানের সীমারেখা ভাঙতেও দ্বিধা করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এমন 'সংবিধানবিরোধী' রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তথা ক্ষমতাসীন সরকার কতটা তৎপর হতে পারে? বিপুল জনসমর্থন সত্ত্বেও এমন দলের নেতাদের কার্যকলাপে বাধা দেওয়াই বা কতটা ন্যায্য? জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা এএফডি দলের কিছু নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং কিছু ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপের পথ সুগম করে দিচ্ছে। ফলে সেই দল সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার অভিযোগ আনছেন। দলের মিটিংমিছিলের উপর রাষ্ট্রের কড়া নজর ও পুলিশের ভূমিকারও সমালোচনা করছে এএফডি। দমননীতির বদলে রাজনৈতিকভাবে এমন শক্তির মোকাবিলা করা উচিত বলে মনে করছেন অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। এমন টানাপড়েনের ফলে শেষ পর্যন্ত জার্মানির রাজনীতি জগত কোন পরিণামের দিকে এগোয়, আপাতত সেই দিকেই সবার নজর।

টুকরো খবর

চীনা নারীদের ১৩তম জাতীয় কংগ্রেস

বেইজিং ঃ চীনা নারীদের ১৩তম জাতীয় কংগ্রেস গতকাল (সোমবার) সকালে বেইজিংয়ের গণমহাভবনে উদ্বোধন হয়েছে। সি চিন পিং, লি ছিয়াং, চাও ল্য চি, ওয়াং হু নিং, ছাই ছি, লি সি, প্রমূখ নেতৃবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন মহলের প্রায় ১৮০০ জন নারী প্রতিনিধি এবং ৯০ জন হংকং, ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলের বিশেষ প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। চীনা কমিউনিস্টি পার্টি (সিপিসি)'র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে, তিং সুয়েই সিয়াং একটি শক্তিশালী দেশ এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনের মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নতুন যুগে 'অর্ধেক আকাশের একটি চমৎকার অধ্যায় লেখা' শিরোনামের একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের এবং দেশব্যাপী নারী ও নারী কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল, ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল এবং তাইওয়ান প্রদেশের নারীদেরও শুভেচ্ছা জানান। তিং শুয়েই সিয়াং তার বক্তৃতায় বলেন, চীনের দ্বাদশ নারী জাতীয় কংগ্রেসের পর থেকে সি চিন পিংএর নেতৃত্বে সিপিসি'র কেন্দ্রীয় কমিটির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, কোটি কোটি চীনা নারী দারিদ্র্যবিমোচনের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে কাজ করেছেন এবং মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এতে অর্ধেক আকাশএর ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছে এবং নারীসমাজের উন্নয়ন সব দিক দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। সকল স্তরে মহিলা ফেডারেশনগুলো নারীদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য, নতুন যুগে অবদান রাখতে নারীদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে, পারিবারিক শিক্ষাদান এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের উদ্ভাবন ও প্রচারের জন্য, অধিকার সুরক্ষা এবং যত্নের পরিষেবা প্রদান করার জন্য আন্তরিকভাবে, সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান ও সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নারী ফেডারেশনের সংস্কারকে আরও গভীর করা হচ্ছে, যা সিপিসি'র শাসনের ব্যাপক ভিত্তিকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিং সুয়েই সিয়াং বলেন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম জাতীয় কংগ্রেস একটি শক্তিশালী দেশ নির্মাণের জন্য এবং চীনের বৈশিষ্ট্যময় আধুনিকায়নের মাধ্যমে জাতীয় পুনর্জাগরণের মহান কাজকে সামনে এগিয়ে নিতে একটি বিশাল পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং সিপিসি'র কেন্দ্রীয় কাজকে স্পষ্টতর করেছে। নতুন যুগ এবং নতুন যাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলাদের অবশ্যই পার্টির সাথে একযোগে কাজ করতে হবে ও সিপিসি'র সাথে এগিয়ে যেতে হবে নতুন ধারণা অনুশীলন করার সময় মহিলাদের বিশ্বাসের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে হবে একটি নতুন যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের দায়িত্ব প্রদর্শন করতে হবে নতুন প্রবণতার নেতৃত্বে মহিলাদের অনন্য ভূমিকা প্রদর্শন করতে হবে। একটি উজ্জ্বল জীবন যাপন করা, একটি শক্তিশালী ঐতিহাসিক চেতনা ও আরও উচ্চআধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নতুন যাত্রায় অর্ধেক আকাশএর আরও দুর্দান্ত অধ্যায় লেখা উচিত। সকল স্তরে নারী ফেডারেশনগুলোকে অবশ্যই চীনের বৈশিষ্ট্যময় আধুনিকায়নের সাথে সমাজতান্ত্রিক গণউন্নয়নের পথকে অটলভাবে অনুসরণ করতে হবে তাদের নেতৃত্ব, সেবা ও যোগাযোগের কাজগুলো আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করতে হবে এবং সিপিসি'র জন্য মহিলাদের শক্তি ও প্রজ্ঞাকে একত্রিত করতে হবে। চীনা নারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে, সম্মেলনের প্রেসিডিয়াম নির্বাহী চেয়ারম্যান হুয়াং সিয়াও ওয়েই নতুন যুগে চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে সি চিন পংএর চিন্তাধারার আলোকে একটি শক্তিশালী দেশ গড়া ও জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য, মহিলাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা শিরোনামে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত চীনা নারী ও মহিলা ফেডারেশনগুলো পার্টির জন্য লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চীনা নারীদের নতুন যাত্রাকে গাইড করতে, একটি নতুন যুগের জন্য চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্রের ওপর সি চিন পিংএর চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করা সাহসিকতার সাথে একটি শক্তিশালী দেশ গড়া ও জাতীয় পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব পালন করা নতুন যুগের পথে মহিলা ফেডারেশনের কাজের উচ্চমানের উন্নয়ন প্রচার করা চীনের বৈশিষ্ট্যময় আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার সাথে মানানসই মহিলা ফেডারেশন গড়ে তোলা।

ব্যবহার করা হচ্ছে চীনের বৃহত্তম এলএনজি স্টোরেজ ট্যাঙ্ক

বেইজিং ঃ চীনের শানতোং প্রদেশের ছিংতাও সিটির ২ লাখ ৭০ হাজার কিউবিক মিটারের প্রথম দেশীয়ভাবে উৎপাদিত এলএনজি স্টোরেজ ট্যাঙ্কটি বৃহস্পতিবার চালু করা হয়েছে। এটি দেশের বৃহত্তম এলএনজি স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, যা উত্তর চীনে সরবরাহ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। ট্যাঙ্কটির ব্যাস ১০০.৬ মিটার এবং উচ্চতা ৫৫ মিটার। নতুন ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা স্থানীয় এলএনজি সরবরাহের ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে উন্নত করেছে যা শীতকালে ২.১৬ মিলিয়ন পরিবারের পাঁচ মাসের জন্য চাহিদা মেটাতে পারে।

সম্পাদকীয়

বায়ুদূষণ, বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও দিল্লির বিপজ্জনক অবস্থা

শ্রীলঙ্কা ম্যাচ খেলার জন্য লখনউ থেকে মুম্বই যাচ্ছিলেন রোহিত শর্মারা। বিমান থেকে নিজের শহরের অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠেন ভারতের অধিনায়ক। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলন করতে এসে রোহিত এই বায়ুদূষণের প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘আদর্শ পৃথিবীতে এরকম অবস্থা হওয়ার কথা নয়। আমি নিশ্চিত যারা দায়িত্বে আছেন, তারা এরকম অবস্থা যাতে না হয়, তার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সবাই জানেন এটা আদর্শ পরিস্থিতি নয়।’’ রোহিত খোলাখুলি বলেছেন, ‘‘ক্রিকেটের বাইরে কোনো বিষয়ে বলতে হলে তিনি এই প্রসঙ্গেই কথা বলতে ভালোবাসেন। কারণ, এর সঙ্গে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ জড়িত।’’ ইংল্যান্ডের অনেক প্লেয়ার তো বায়ুদূষণের মোকাবিলা করতে ইনহেলার নিচ্ছেন বলে বর্তাসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে। মুম্বইয়ে খেলার পর জো রুট বলেছিলেন, তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল, তবে এটা বায়ুদূষণের জন্য কিনা, তা তিনি জানেন না। এখন আমেদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার আগেও বায়ুদূষণের হাত থেকে বাঁচতে তারা ইনহেলার ব্যবহার করছেন। মুম্বইয়ের পরিস্থিতি

দেখেই রোহিত শর্মা, জো রুটদের এই অবস্থা। তাহলে তারা দিল্লি এলে কী বলতেন! শুক্রবারের হিসাব, মুম্বইতে একিউআই হলো ১৬৮। আর দিল্লিতে ৪১৯। একিউআই মানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স। ১৬৮ একিউআই মানে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। আর সেটা যখন চারশ ছাড়িয়ে যায়, তখন তা মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থা হয়ে যায়। এখন রাজধানীর পরিস্থিতি মারাত্মক বিপজ্জনক। পুরো দিল্লি ও রাষ্ট্রীয় রাজধানী এলাকায় (যার মধ্যে নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদের মতো জায়গাও পড়ে) পরিস্থিতিটা একইরকম। ১৬৮ একিউআই দেখে আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছেন রোহিত শর্মা, ইনহেলার নিতে হচ্ছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের, তাহলে দিল্লিবাসীর অবস্থাটা ভাবুন। অধিকাংশ দিল্লিবাসীর হয় সর্দিকাশি, জ্বর, ফুসফুস আক্রান্ত বা গলা খারাপ। চোখ জ্বালা করছে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টি৩ টার্মিনাসে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই ছিল ৪৭৩, আরকে পুরমে ৪৮৬, জাহাঙ্গিরপুরিতে ৪৯১, লোদী গার্ডেনে ৪৩৮, দ্বারকায় ৪৮০, ওখলায় ৪৭২, পুসায় পাঁচশর বেশি। ফুসফুসের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্থপ্রতিম বোস ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘গত সাত দিনে আমার কাছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা সত্তর শতাংশ বেড়ে গেছে। যারা দুই বছর ধরে ঠিক ছিলেন, তারা আসছেন। আর যারা আগে করোনায় ভালোরকম আক্রান্ত হয়েছিলেন তারাও আসছেন। যাদের আগে সর্দিকাশি অতটা হত না, তারাও আসছেন।’’ তিনি বলেছেন, ‘‘বায়ুদূষণ যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেখানে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে বলে ক্ষতি হচ্ছে, বয়স্করা মর্নিং ওয়াকে গেলে ক্ষতি হচ্ছে, এমনকী অফিসে যাওয়াআসার সময়ও ক্ষতি হচ্ছে। ঘরের ভিতরেও দূষণের অবস্থা মারাত্মক।’’ অ্যাপলো হাসপাতালের চিকিৎসক নিখিল মোদী বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, তাদের হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। দুই চিকিৎসকের পরামর্শ, মানুষ যেন এখন খুব দরকার না হলে বাড়ির বাইরে না যান। তবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের হোটেলে থাকার উপায় নেই। তাদের এই দূষণের মধ্যেই খেলতে হবে। দিল্লিতে আগামী ৬ নভেম্বর বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে এবং মুম্বইতে ৭ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যে ম্যাচ। এই দুই ম্যাচ নিয়ে বিসিসিআই কথা বলেছে আইসিসির সঙ্গে। বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, ’’আমরা আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছি, দিল্লি ও মুম্বইয়ের ম্যাচে কোনো বাজি ফাটানো হবে না। এমন কিছু করা হবে না, যা থেকে বায়ুদূষণের পরিমাণ বাড়ে।’’ বাজি না হয় ফাটানো হলো না, কিন্তু এই আবহাওয়া তো এত তাড়াতাড়ি ঠিক হচ্ছে না। তাই দিল্লিবাসী কীরকমভাবে বেঁচে আছে, মুম্বইতে দূষণের বাড়বাড়ন্ত কীরকম তা ভালোকরেই টের পাবেন বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা।

জানা অজানা

৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে নির্বাচন

গত ৯ অগাস্ট পার্লামেন্ট ভেঙে গেছে। আপাতত কেয়ারটেকার সরকার প্রশাসন পরিচালনা করছে। বেশ কিছুদিন আগেই পাকিস্তানে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা টালবাহানার নির্বাচন পিছিয়েছে। অবশেষে ৮ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হলো। দেশের রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভি এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘ বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার বিকেলে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। গত ৯ অগাস্ট থেকে পাকিস্তানে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা। কারণ, ওই দিন পার্লামেন্টের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। সাধারণত, শেষ সরকারের সময়সীমা শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন জনগণনার রিপোর্ট এসেছে। তার ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন বা কেন্দ্রগুলির সীমানা পরিবর্তিত হবে। তার জন্য সময় প্রয়োজন। সে কারণেই নির্বাচন কিছুটা পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সর্বসম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। নির্বাচন কেন হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে ইতিমধ্যেই আদালতে বেশ কয়েকটি মামলা শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবারও এবিষয়ে একটি মামলা চলার সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন, বৈঠক করে একটি চূড়ান্ত দিন ঘোষণা করতে। শুক্রবার পরবর্তী শুনানির আগে পর্যন্ত তাদের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন দিন ঘোষণা করে।

মধ্যপ্রাচ্যে যে কারণে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চান মাখোঁ

জায়েদ এম বেলবাগি
প্রাবন্ধিক

মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের সঙ্গে এমানুয়েল মাখোঁর গভীর আলিঙ্গন, তাঁর বাচনভঙ্গি, উদ্বেগ প্রকাশের ধরন সবকিছুই চোখে পড়ার মতো। তাঁর নিজ দেশ বহুধাবিভক্ত। এ অবস্থাতেও তিনি মধ্যপ্রাচ্য সফরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর অবস্থানকে যেন জানান দিলেন। এই সফরে তিনি নিজেকে পশ্চিমের ইতিবাচক ও সুদৃঢ় এক নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হওয়া থেকে, ইউক্রেন সমস্যা সমাধানে শান্তি সংলাপের প্রতি সমর্থন প্রকাশের মধ্য দিয়ে মাখোঁ দেখিয়েছেন ভূরাজনীতির জটিল কুটিল চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁর কাছে কূটনৈতিক সমাধান আছে। গত সপ্তাহে মাখোঁ ইসরায়েল, অধিকৃত পশ্চিম তীর ও মিসর সফরে যান। বিশ্বনেতারা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় মাখোঁ কি সত্যিই ভাবছেন, তিনি সফল হবেন? এ নিয়ে অনেকের মনেই এখন কৌতূহল।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মাখোঁর তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমেই তিনি মরক্কো সফরে যান। এর পর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তিনি এই অঞ্চলে তাঁর প্রভাব স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে তাঁর মতভিন্নতা আছে, তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে চান, লেবানন ও ইরাকে তাঁর যোগাযোগ আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের উপদ্রুত রাজধানীগুলোয় মাখোঁর এই সফর বলছে, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান না বরং তাঁর ভাবভঙ্গি অনেকটা জ্যাক শিরাকের মতো। যদিও ফ্রান্সের নিজস্ব

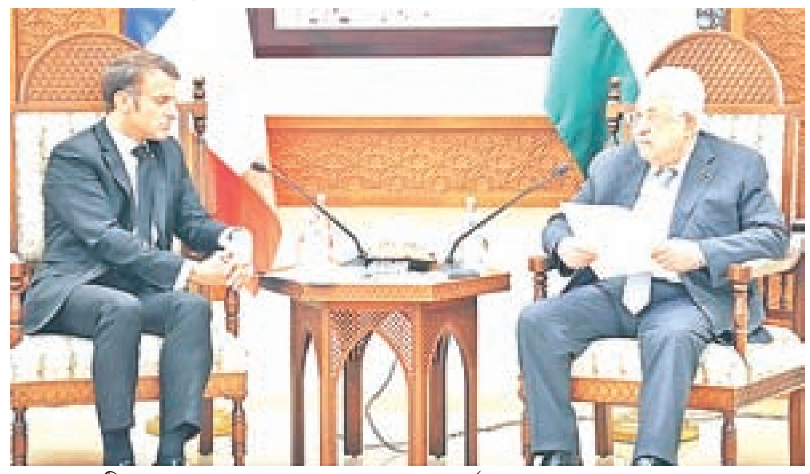

অনেক জটিল সমস্যা আছে এবং এসব সমস্যার কারণে ভূরাজনীতিতে এ দেশের নেতারা খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেন না। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে মাখোঁ ইসরায়েলের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে বেসামরিক জনগণের প্রাণহানি পরিহার করার কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি এই সমস্যার যে রাজনৈতিক সমাধান খোঁজা হচ্ছে, তা থেকে বিরত থাকা যাবে না বলেও উল্লেখ করেন।

কূটনৈতিক মঞ্চ যেমন বাগদাদ সম্মেলন, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সফট পাওয়ার যেমন লুভ আবুধাবির মতো সাংস্কৃতিক প্রকল্প, জেরুজালেমের কিছু ক্যাথলিক তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফ্রান্স মধ্যস্থতাকারীর চেয়েও বড় ভূমিকা রাখতে চায়। ফ্রান্স চায় এ অঞ্চলের কূটনৈতিক নেতা হতে।

ঐতিহ্যগতভাবে ফ্রান্স যুদ্ধবিবাদের ক্ষেত্রে ‘দুই দেশেরই বন্ধু’এমন নীতিতে চলে। তিনি পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে অবৈধ বসতি স্থাপনের নিন্দা জানান। একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বন করলেও ফ্রান্স হামাসকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে বলে ঘোষণা দেন এবং তাদের সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানান। মধ্যপ্রাচ্যের রাজধানীগুলোয় সফরের পাশাপাশি মাখোঁ রামাল্লায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এই দফায় দেখা করেছেন।

ফ্রান্স ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি। লেভান্তের সঙ্গে প্যারিসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বহু আগে থেকে। লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইসরায়েল ও অধিকৃত অঞ্চলের আধুনিক ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গেও ফ্রান্সের রয়েছে গভীর যোগাযোগ। চলমান সংকটে ফ্রান্স এই অঞ্চলের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আবার ঝালিয়ে নিতে পারে।

মাখোঁ লেবাননের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছেন। এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতায় লেবাননের গুরুত্বের কথা বারবার তিনি বলছেন। সেই সঙ্গে লেবাননের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

সিরিয়ার বেলায় মাখোঁ আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানের কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সিরিয়ায় যুদ্ধের শেষ প্রান্তে তিনি ক্ষমতায় আসার কারণে খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেননি।

ফলে তাঁর নজর ছিল ইরাকের দিকে। মাখোঁ বাগদাদ সম্মেলনে আঞ্চলিক সম্পর্ককে আরও সংহত করার ব্যাপারে জোর দেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে আগামী বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

কূটনৈতিক মঞ্চ যেমন বাগদাদ সম্মেলন, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সফট পাওয়ার যেমন লুভ আবুধাবির মতো সাংস্কৃতিক প্রকল্প, জেরুজালেমের কিছু ক্যাথলিক তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফ্রান্স মধ্যস্থতাকারীর চেয়েও বড় ভূমিকা রাখতে চায়। ফ্রান্স চায় এ অঞ্চলের কূটনৈতিক নেতা হতে।

ইম্ফল আবার অশান্ত, কেন বারবার এই সহিংসতা?

গৌতম হোড়

আবার অশান্ত মণিপুর। ইম্ফলে কার্ফিউ। মোরেতে পুলিশকে হত্যা। কুকি মেইতেই সংঘাত চলছে। উত্তেজনাও বাড়ছে।

প্রথমে মোরেতে স্নাইপার রাইফেল দিয়ে মণিপুর পুলিশের এক অফিসারকে হত্যা করা হয়। তারপর মণিপুর পুলিশের দলকে যখন মোরেতে পাঠানো হচ্ছিল, তখন তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এরপর ইম্ফল শহরে মণিপুর রাইফেলসের শিবির ঘিরে ধরে মেইতেইদের একটি যুব সংগঠনের প্রায় তিন হাজার সদস্য। অভিযোগ, তাদের অনেকেই সশস্ত্র ছিলেন। স্থানীয় মানুষদের উদ্ধৃত করে দ্য ওয়্যার জানাচ্ছে, ওই যুবকরা মণিপুর রাইফেলসের শিবিরে ঢোকার চেষ্টা করে। গুলিগোলা চলে। স্থানীয়রা গুলি চালানোর আওয়াজ পেয়েছেন। কিন্তু তাতে কেউ হতাহত হয়েছে কিনা জানা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের সামনেও জনতা জড়ো হয়েছিল। মণিপুর পুলিশ শূন্যে গুলি চালায়।

এরপরই ইম্ফলে আবার কার্ফিউ জারি করা হয়। কুকি এলাকায় শুরু হয়েছে ৪৮ ঘণ্টার বনধ। কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন এই বনধের ডাক দিয়েছে।

ইম্ফলে এখন প্রবল উত্তেজনা আছে। ইম্ফল থেকে আর্মস্ট্রং ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ‘‘শহরের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। খুব কম দোকানপাট খুলেছে। এমনকী যেখানে শহর শেষ হচ্ছে, সেখানেও খুব দোকানপাট খোলা। রাস্তায় অল্প কিছু গাড়ি বা দ্বিচক্রযান চলছে।’’

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘শহরে উত্তেজনা রয়েছে। তবে আগে যেমন ইম্ফল থেকে মানুষ পাহাড়ের কাছের এলাকায় চলে যেতেন, সেটা এখন আর হচ্ছে না। কারণ, পুলিশ জানিয়েছে, তারা সক্রিয় থাকবে। কোনোরকম সহিংসতা হতে দেবে না। এরপর মানুষ ইম্ফলেই থাকছে।’’

মোরে হলো ভারত মিয়ানমার সীমান্তের শহর। এই এলাকায় কুকিদের সংখ্যাধিক্য। মণিপুরে সমতলে মেইতেইরা থাকেন। আর কুকি সহ অন্য জনজাতিরা মূলত থাকেন পাহাড়ে। গত মে মাসে কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তারপর মেইতেই এলাকায় কুকিদের ও কুকি এলাকায় মেইতেইদের বাড়ি, দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। মেইতেই ও কুকি এলাকায় প্রচুর ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। সেখানে দুই সম্প্রদায়ের গৃহহীন মানুষরা আশ্রয় নিয়েছেন। মোরেতেও মেইতেইদের বাড়ি ও দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

মোরেতে একটা হেলিপ্যাড বানানো হচ্ছিল। মোরেতে দুইটি হেলিপ্যাড আছে। তবে সেই দুইটি আসাম রাইফেলসের। নতুন হেলিপ্যাড করা হচ্ছিল মণিপুর পুলিশের জন্য। সেখানেই ডিউটিতে ছিলেন মণিপুর পুলিশের অফিসার চিংথাম আনন্দ। স্নাইপার রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করে অনেক দূর থেকে লক্ষ্যে আঘাত করা সম্ভব। মণিপুর পুলিশের অভিযোগ, কুকি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছে।

এরপর মণিপুর পুলিশের একটা দলকে সেখানে পাঠানো হয়। তেঙ্গউপল বলে একটা জায়গায় তারাও আক্রান্ত হয়। বেশ কয়েকজন আহত হন।

এই তেঙ্গউপলেই কুকিদের যুব সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নারীরা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছেন।

মোরের অধিকাররক্ষা কর্মী ও আইনজীবী ডেভিড ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘পুলিশ অফিসারকে মারার ঘটনার ক্ষেত্রে আসল সত্য আমার জানা নেই। কারা করেছে তাও জানি না। তবে আমরা বারবার শান্তির দাবি করছি। তা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। তারপর আরো বেশি করে পুলিশ ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে।’’

ডেভিডের দাবি, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনীই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সরকার ইচ্ছে করে রাজ্য পুলিশ ঢুকিয়ে অশান্তি তৈরি করতে চাইছে।’’

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্রও মনে করেন, ‘‘সরকার এই বিষয়টাকে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখতে চাইছে। কিন্তু এটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। পুলিশ ও আধা সেনার হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে এর সমাধান হবে না।’’

শুভাশিস ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘সরকারের উচিত ছিল সব দলের সঙ্গে, সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা। সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। এটাও মনে রাখতে হবে সব পক্ষের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে।’’

দিল্লিতে অসমীয়া প্রতিদিনের ব্যুরো চিফ আশিস গুপ্তও মনে করেন, ‘‘পুলিশ ও সেনার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। এতে কিছুদিন সামান্য শান্ত থাকবে মণিপুর। তারপর আবার অশান্ত হবে। সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তাদের আলোচনার পথ নিতেই হবে।’’

সাময়িকী

‘রাজনৈতিক গ্রেপ্তার’ ভারতীয় রাজনীতির ঐতিহাসিক অঙ্গ

স্যমন্তক ঘোষ
কলামিস্ট

স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরের ভারতীয় ইতিহাসে অসংখ্য রাজনৈতিক গ্রেপ্তারের ঘটনা আছে। তবে সকলে ম্যান্ডেলা নন।

ঠিক ৫০ বছর পিছনে ফিরে গেলে যে সময়ে গিয়ে ভারতের রাজনীতির ইতিহাস পৌঁছাবে, তা জরুরি অবস্থার। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। বলাই বাহুল্য, সে সময়ে বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে একের পর এক রাজনীতিবিদকে জেলে ঢোকানো হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে লালকৃষ্ণ আডবাণী, লালুপ্রসাদ যাদব, জ্যোতির্ময় বসু সহ শয়ে শয়ে রাজনীতিককে সে সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গোটা সত্তরের দশকজুড়ে কার্যত এক রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত তৈরি হয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে। একদিকে পার্টি ভাগ হওয়ার পর নতুন উদ্যমে ভূমিসংস্কারের কথা বলছে সংসদীয় বামদলগুলি, অন্যদিকে বিহার থেকে বিরোধী রাজনীতির মুখ হয়ে উঠছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। জনতা দলের ছত্রছায়ায় তখন বাম নেতারাও। পরবর্তীকালে অবশ্য এই জনতা দল ভেঙেই তৈরি হবে দক্ষিণপন্থি বিজেপি। অন্যদিকে জনতা দলের আরেক প্রোডাক্ট হিসেবে বিহারের রাজনীতিতে মুখ হয়ে উঠবেন লালুপ্রসাদ। সত্তরের দশকের রাজনীতির পাঠ নিতে হলে বার বার উঠে আসবে রাজনৈতিক গ্রেপ্তার, সহিংস আন্দোলন এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসঙ্গ। এখনো ভারতের রাজনীতিতে যা প্রাসঙ্গিক এবং বহু আলোচিত। মজা হলো, সত্তরের দশকের বিরোধী সেই মুখগুলিই পরবর্তীকালে ভারতের মূলস্রোতের রাজনীতির অন্যতম পরিচালন শক্তি হয়ে উঠেছে। লালুপ্রসাদ থেকে জ্যোতি বসু, লালকৃষ্ণ আডবাণী থেকে জর্জ ফার্নানডেস বা প্রকাশ সিং বাদল এক থেকে দুই দশকের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষমতার অলিন্দে কুচকাওয়াজ শুরু করেন এই নতুন নেতারা। কথায় বলে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। একসময়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার রাজনৈতিক নেতারা যখন নিজেরা ক্ষমতায় এলেন, খুব বেশি তফাত ঘটল কী? যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কার্যত নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব তৈরি করেছিল বামেরা, ক্ষমতায় এসেই মরিচঝাঁপিতে সেই উদ্বাস্তুদের উপর অকল্পনীয় অত্যাচার চালানো হয়। গুলি করে মেরে ফেলা হয় অসংখ্য রিফিউজিকে। পরবর্তী সময়ে, বিজন সেতু, বানতলা, নেতাই, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে একের পর এক রাজনৈতিক হিংসার নিদর্শন তৈরি করেছে বাম সরকার। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আগুনে বার বার পুড়তে হয়েছে বিরোধী নেতাদের। আর সেই আগুন থেকেই রাজ্যে বিরোধী মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের রাজনৈতিক পালা বদলে কি সত্যিই বদলেছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছবি? বরং বেড়েছে। সাংবাদিক থেকে বিরোধী রাজনীতিক কাউকেই ছাড়ছে না বর্তমান শাসক দল। উল্টো কথা বললেই ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশাসনকে। ভয় দেখানো হচ্ছে বার বার। একের পর এক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হতে হয়েছে বিরোধী নেতাদেরও। আর দেশের অবস্থা? বর্তমান মোদী জমানাকে অনেকেই তুলনা করছেন ৫০ বছর আগের ইন্দিরা জমানার সঙ্গে। নব্য জরুরি অবস্থা ফিরে এসেছে দেশে, সমালোচকদের কলমে বার বার উঠে আসছে এই অভিযোগ। গোটা দেশজুড়ে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অভিযোগ, ইডি সিবিআইয়ের মতো এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধী নেতাদের জব্দ করতে। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক নেতা জেলে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত বার বার তলব করছে সিবিআই ইডি। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু সর্বত্র বিরোধীদের জেলে পোড়া হচ্ছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে সরকারের এই জেলে ভরো নীতিকেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বিরোধীরা। কিন্তু যাদের জেলে ভরা হচ্ছে, যে অভিযোগে জেলে ভরা হচ্ছে, তা কেবলই রাজনৈতিক চক্রান্ত? ৫০ বছর আগে জরুরি অবস্থার সময় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তা ছিল রাজনৈতিক গ্রেপ্তার। কিন্তু দুর্নীতির দায়ে আজ যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তারা নেলসন ম্যান্ডেলা নন। আন্দোলনের মঞ্চ থেকে তাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হচ্ছেন না। গ্রেপ্তার হচ্ছেন দুর্নীতির দায়ে। পশ্চিমবঙ্গের নেতামন্ত্রীদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির বিষ, নার্সারির শিশুও তা বিলকুল জানে। অর্থাৎ, যা রটে, তার কিছু তো ঘটে!

মূলস্রোতের রাজনীতির এই কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে নিভৃতে আসলে আরো একটি ঘটনা ঘটে চলেছে নিরন্তর। মূলস্রোতের মিডিয়াও সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না। ভারাভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নওলাখা, অধ্যাপক জিএন সাইবাবার মতো অসংখ্য নাম ছড়িয়ে আছে গোটা দেশজুড়ে। এই মানুষগুলোর অধিকাংশই সরাসরি মূলস্রোতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জগতে প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত।

পাঠকের চিঠি

এথিক্স কমিটির বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মহুয়া

এথিক্স কমিটিতে তাকে অপমানজনক প্রশ্ন করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মহুয়া মৈত্র। তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয়েছে। কোন হোটেলে রাত কাটিয়েছেন, কার সঙ্গে ফোনে কতক্ষণ কথা বলেছেন এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে এথিক্স কমিটির বৈঠকে। এথিক্স কমিটির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে মাঝপথেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। পার্লামেন্টে টাকা নিয়ে প্রশ্ন করা সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার সংসদের এথিক্স কমিটির সামনে বসেছিলেন মহুয়া। রাতে গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি চিঠি লেখেন মহুয়া। সে চিঠিও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে তিনি লিখেছেন, ’এথিক্স কমিটির বৈঠকে মৌখিকভাবে আমার বস্ত্রহরণ হয়েছে।’ একজন নারী সাংসদ হিসেবে স্পিকারের কাছে সুরক্ষা চেয়েছেন তিনি। বস্তুত, এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেছেন মহুয়া। তবে বিনোদের নাম উল্লেখ করেননি। মহুয়া জানিয়েছেন, বৈঠকের সময় তিনি কেন গালে হাত দিয়ে বসেছেন, তা নিয়েও তাকে প্রশ্ন করা হয়। কোন হোটেলে তিনি থেকেছেন, কোন পুরুষের সঙ্গে কতক্ষণ ফোনে কথা বলেছেন, এধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে। তার বক্তব্য, কমিটির বাকি পাঁচ সদস্যও এই ধরনের প্রশ্ন পছন্দ করেননি। তারা এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান একের পর এক এমন প্রশ্ন করে গেছেন। বহুজন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ দানিশ আলিও মহুয়াকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, ’’এ কেমন বৈঠক? ওরা নোংরা প্রশ্ন করেছেন।’’ বস্তুত, বিরোধী শিবিরের পাঁচ সাংসদই চেয়ারম্যানের নিন্দা করেছেন। এবিষয়ে চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ সোনকারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ’’মহুয়াকে তার কথা বলতে দেওয়া হয়েছে। আমরা ধৈর্য ধরে শুনেছি। কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন আমাদের করতেই হতো। সে প্রশ্ন ওনার পছন্দ না হলে আমাদের কিছু করার নেই।’’ এরপর আবার মহুয়ার সঙ্গে এথিক্স কমিটি বসবে কি না, সে বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, এথিক্স কমিটি এদিনের রিপোর্টই স্পিকারের হাতে তুলে দিতে পারে। তার ভিত্তিতে স্পিকার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। **রোমা বোস,পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এবার ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের আসনের সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যত্বাণী করবেন বলে মন্তব্য কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

শাসক পক্ষের বিধায়ক দিগন্ত কলিতার ব্যাপক সমালোচনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার ভবিষ্যৎ বাণী করতে চলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। মূলত আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী বিরোধী ঐক্য মঞ্চ রাজ্যে কতটি আসন পেতে চলেছে এক্ষেত্রে আগেই জানিয়ে দেবেন তিনি। আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের আসনের সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যত্বাণী করার কথা উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক ভাবে বিজয়ী হওয়ার আগেই বিজয় উৎসব পালনের বিষয়ে সরব হয়ে উঠেছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। অর্থাৎ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালন করা হবে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এক্ষেত্রে ঘোষণা করে বলেছেন আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ গুয়াহাটি মহানগরের রাজপথে ১৫ টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজয় উৎসব পালন করবে। তবে এবার একধাপ এগিয়ে গিয়ে ৩ ডিসেম্বর লোকসভা নির্বাচনে কতটি আসন পাবে সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যত্বাণী করবেন বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য আসনের সংখ্যা সংক্রান্তে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বহুবার মন্তব্য করেছেন। এমনকি রাজ্যের ১৪ টি আসনই কংগ্রেস দখল করবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তবে এরপর ১১ টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে কংগ্রেস। প্রথম অবস্থায় বিরোধী ঐক্য মঞ্চে ১১ টি রাজনৈতিক দল থাকলেও ক্রমান্বয়ে সেই সংখ্যা বেড়ে বারটি, তারপর ১৩ টি এবং অবশেষে ১৫ টি রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে একত্রিত হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠনের পর আচমকা রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ১৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে দলটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে লোকসভা নির্বাচনে ঘিরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের পর কংগ্রেস ১৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল। সভাপতি ভূপেন বরা প্রতিটি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করার পর স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল।

সম্প্রতি মহানগরের এক হোটেলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অবশেষে রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী দেওয়া সংক্রান্তে নীরবতা অবলম্বন করে এক্ষেত্রে কোন ধরনের মন্তব্য করেননি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তবে বিরোধী মঞ্চের বৈঠকে আসন ভাগাভাগি সংক্রান্তে কোনো ধরনের আলোচনা করা হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। পরবর্তী বৈঠকে এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে সেই বৈঠকের আগেই আম আদমি পার্টির রাজ্য সভাপতির তরফে পাঁচটি আসন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুন বরার তরফে পাঁচটি আসন, সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার একটি আসন, রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এক দুটি আসনের দাবি জানাবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফলের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর প্রতি কোনো ধরনের তোয়াক্কা না করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বৃহস্পতিবার বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ লোকসভা নির্বাচনে কতটি আসন পাবে সেটা তিনি আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ ঘোষণা করবেন। সেদিন সকাল ৭ টা থেকে কাউঙ্টিং শুরু হবে এবং সাড়ে ১১ টা নাগাদ ঐক্য মঞ্চের আসনের সংখ্যার বিষয়ে জানিয়ে দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন নাটক শুরু করেছেন বলে মন্তব্য করেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা আগামী ৩ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালন করার পাশাপাশি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের আসনের সংখ্যার বিষয়ে ভবিষ্যত্বাণী করার কথা ঘোষণা করেছেন। মূলত দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল আগামী ৩ ডিসেম্বর প্রকাশ পাবে। সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে কংগ্রেস সভাপতি এই ধরনের মন্তব্য করছেন। দেশের পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায় সেই পরিস্থিতিতে সভাপতি ভূপেন বরা কি করবেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি দলের একজন সেনাপতি হিসেবে রয়েছেন। এবার কংগ্রেসের সেনাপতি যদি এই ধরনের মন্তব্য করেন তাহলে দলটির কি অবস্থা হবে সেটা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারবে। ফলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে এই ধরনের উল্টোপাল্টা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা।

টুকরো খবর

লোকসভা নির্বাচনে অগপকে একটি আসন দেওয়ার বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতার বক্তব্য নাকচ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার

আসন সংক্রান্তে এখনো বিজেপির সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার পর এবার শাসক পক্ষের মধ্যেও আসন সংক্রান্তে অমতের সৃষ্টি হয়েছে। মিত্র দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেছিলেন লোকসভা নির্বাচনে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার চিন্তা চর্চা রয়েছে। তবে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করেছে অসম গণ পরিষদ। দলটির বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা বলেন আসন সংক্রান্তে এখনও বিজেপির সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে একটি আসন দেওয়ার কথা প্রযোজ্য হয় না। তাছাড়া অগপ একটি আসন মেনে নেবে না বলেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ একদিকে যেভাবে নির্বাচন কেন্দ্রিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ঠিক একইভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক পক্ষের মিত্র জোট সমানভাবে তৎপর হয়ে রয়েছে। এবার মিত্র দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার চিন্তা চর্চা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মিত্র দলের বৈঠকে নেওয়া হবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে বিপিএফ এর প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিজেপি অসম প্রদেশের সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেছেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা চর্চা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় নিশ্চিত যে এবার নিজস্ব দলীয় প্রতীক চিহ্ন নিয়ে অগপ নিজস্ব লোকসভা সাংসদ পেতে চলেছে। ২০০৯ মিত্র জোট থাকার পরেও তেজপুর লোকসভা কেন্দ্রে পরাস্ত হয়েছিল অগপ। একইভাবে ২০১৪ এবং ২০১৯ এও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি অসম গণ পরিষদ। তবে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে একজন নিজস্ব সাংসদ পেতে চলেছে অগপ। নিজেদের দলীয় প্রতীক চিহ্ন সহ সাংসদ পাবে অসম গণ পরিষদ। তাছাড়া একইভাবে ইউপিপিএলকে একটি আসন দেওয়া হবে। এই দলটিও নিজের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে লোকসভায় নিজেদের প্রার্থী পাঠাতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অবশেষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন অসম গণ পরিষদের বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনের আসন সংক্রান্তে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার বক্তব্য অসত্য। কারণ লোকসভা নির্বাচনের আসন ভাগাভাগি সম্পর্কে আজও বিজেপির সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনা হয়নি। সর্বভারতীয় বিজেপি কিংবা রাজ্য বিজেপির সঙ্গে এই সংক্রান্তে অগপর আনুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনা কিংবা বৈঠক আযোজিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা বলেন যেহেতু এক্ষেত্রে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি ফলে রাজ্য বিজেপির সভাপতি এক্ষেত্রে অগপকে একটি আসন দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করতে পারেন না। তাছাড়া অসম গণপরিষদ ২০২৪ লোকসভা লোকসভা নির্বাচনের জন্য কোনভাবেই একটি আসন মেনে নেবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা।

কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের চাকর, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধুবড়ি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযানে ব্যস্ত থেকে অভিযোগ এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

আগামী ১০০ বছরেও মিয়া বিজেপিকে ভোট দেবে না, তিন দিন মিয়া না থাকলে গুয়াহাটি মহানগর কবরস্থানে পরিণত হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুবড়ি এবং নগাঁও কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যে প্রার্থী চূড়ান্ত করে নিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। লোকসভা নির্বাচনের প্রায় ছয় মাস বাকি থাকতেই ধুবড়ি কেন্দ্রের জন্য নিজের এবং নগাঁও কেন্দ্রের জন্য সিরাজুদ্দিন আজমলের নাম ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হবার পর এবার ধুবড়ি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। সে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের চাকর। তাছাড়া বর্তমানেও ফিল্ডে নেই কংগ্রেস। আজও দলটি ধুবড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী নির্ধারণ করতে পারেননি। সেইসঙ্গে আগামী ১০০ বছরেও মিয়া বিজেপিকে ভোট দেবে না তথা তিন দিন মিয়া না থাকলে গুয়াহাটি মহানগর কবরস্থানে পরিণত হবে বলে কটাক্ষ করেছেন আজমল।

এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নিয়ে বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দশ বছর মিয়ার ভোট লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ১০ বছর বললেও ১০০ বছর মিয়া বিজেপিকে ভোট দেবে না। গুয়াহাটি মহানগরে সবজি বাজার থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজে তথা বিভিন্ন গাড়ির চালক হেন্ডিমেন্ট হিসাবে মিয়া কর্মরত। তিন দিন মহানগরে মিয়া না থাকলে সম্পূর্ণ গুয়াহাটি কবরস্থানে পরিণত হবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো ১০ জন এবং কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মতো ১০০ জনকে নিজের পকেটে রাখেন বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। একই সঙ্গে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের চাকর বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন বিজেপির টাকা নিয়ে কংগ্রেস চলছে। এর জন্য সভাপতি ভূপেন বরা মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতার প্রসঙ্গ চূড়ান্ত হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীপক্ষের তরফে ২২ টি ভোট শাসক পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এআইইউডিএফ এর বিধায়কের সংখ্যা ১৫ এবং কংগ্রেসের বিধায়কের সংখ্যা ২৪। এটাতে বোঝা যায় কিভাবে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি পাশাপাশি কংগ্রেসের সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন নির্বাচনে আসন দখল করার দাবি করা কংগ্রেস বাস্তবে ফিল্ডে নেই। ফিল্ডে না থেকে এমনিতেই লোকসভা নির্বাচনে জয় লাভের দাবি করছে দলটি। এমনকি ধুবড়ি লোকসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস আজও প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারেনি বলে দলটির প্রতি কটাক্ষ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে একটি আসনও দখল করার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। কারণ দলটি আজও ফিল্ডে নেই, বাস্তব পরিস্থিতি থেকে এখনো দলটি অনেক দূর রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি।

উল্লেখ্য মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রে জয়লাভ করার পর এআইইউডিএফ বিজয় উৎসব পালন করবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ধুবডি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করে নিয়েছেন দলটির সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। এআইইউডিএফ সভাপতি জানিয়েছেন তিনি স্বয়ং ধুবডি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চলেছেন। আজীবন তিনি এই কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে থাকবেন। এক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। তবে তার ভাতৃ সিরাজুদ্দিন আজমল নগাঁও কিংবা করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তার ভাতৃ যেখান থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন সেখানে জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেছেন তবে করিমগঞ্জের তুলনায় নগাঁও আসন থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। নগাঁও কেন্দ্র থেকে আমিনুল ইসলাম, ডাঃ আদিত্য লাংথাসা কিংবা জহিরুল এই তিনজন দাবিদার থাকলেও সিরাজুদ্দিন আজমল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাদের থেকে দেড় দুই লক্ষ বেশি ভোটে জয় জয়লাভ করা নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবে সিরাজুদ্দিন আজমল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিশ্চিত। এটা জেতার অংক বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য পাঁচ ছয় জন সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন। তবে সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি বলে মন্তব্য করেছিলেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

সিএইচসি নিমডিহে প্রয়াত এএনএমের শ্রদ্ধা সভা অনুষ্ঠিত

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ প্রয়াত স্বাস্থ্যকর্মীর শান্তির জন্য সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অধীনে নিমডিহ কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে একটি শ্রদ্ধা সভার আযোজন করা হল। কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের অধীনে একটি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র জুগিলংএ কর্মরত চুক্তিবদ্ধ স্বাস্থ্যকর্মী এএনএম জগরাণী কেরকেট্টা হঠাৎ মারা যান। শ্রদ্ধা সভাটি পরিচালনা করেন ডাঃ অনন্ত কুমার মাহাতো, সিএইচসি নিমডিহএর মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ। এ সময় প্রয়াত জগরাণী কেরকেটার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং দুই মিনিট নীরবতা পালন ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডাঃ অনন্ত কুমার মাহাতো জানান যে জাগরণী কেরকেটা ১০ বছর ধরে নিমডিহে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, কর্তব্যপরায়ণ কর্মী। রোগীদের যথাযথ স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক প্রোগ্রাম ম্যানেজার রামেশ্বর তির্কি, জুনেশ কুমার, চন্দ্র মোহন গোরাই, দীপক কুমার মাহাতো, রুথ মেরি, বাসন্তী পৌড়, আলিনা বনরা, বেরোনিকা লাকরা প্রমুখ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন শ্রী সতীশ কুমার পান্ডে

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেছেন ইউপিএসসি ১৯৮৬ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর অফিসার শ্রী সতীশ কুমার পান্ডে। তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রুরকি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, দিল্লি থেকে সয়েল মেকানিক্স ও ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিঙে এম. টেক করেছেন। জেনারেল ম্যানেজারনির্মাণ হিসেবে তিনি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ সহ সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যের সমস্ত রেলওয়ে নির্মাণ কার্যের সামগ্রিক ইনচার্জ থাকবেন। শ্রী সতীশ কুমার পান্ডে ১৯৮৮ সালে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে ভারতীয় রেলওয়েতে যোগদান করেন। কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে, তিনি মুজাফফরপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগ দেন। তিনি নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের ফ্ল্যাশ বাট প্ল্যান্ট-এর কার্যকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং বারাণসী ও সোনপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ২০০৭-এর মার্চ থেকে ২০০৯-এর মে মাস পর্যন্ত তিনি নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের অধীনে লখনউ ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের দায়িত্বেও ছিলেন। চাকরিকালে তিনি রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-এর কার্যকারী ডিরেক্টরকিউএসিভিল এবং কার্যকারী ডিরেক্টরট্র্যাক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রেলওয়ে বোর্ডে তাঁর কার্যকালে ২০১৫-এর আগস্ট থেকে ২০১৭-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি কার্যকারী ডিরেক্টরসিইপি হিসেবে পরিষেবা দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৭-এর এপ্রিল থেকে ২০১৮-এর জুন মাস পর্যন্ত কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)এনই সার্কলের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া তিনি নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের চিফ ট্র্যাক ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং নর্দার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করার পূর্বে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে অ্যাডিশনাল মেম্বারওয়ার্কস হিসেবেও কাজ করেছিলেন।

১০ বছর পর টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেপাল, ওমানও সঙ্গী

মুম্বাই ঃ আইসিসি এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে সেমিফাইনালে নিজ নিজ ম্যাচ জিতে ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে নেপাল ও ওমান। নেপালের কীর্তিপুরে প্রথম সেমিফাইনালে আজ বাহরাইনকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে ওমান। মুলপানিতে অন্য সেমিফাইনালে আরব আমিরাতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিক নেপাল।

টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অংশ নেবে নেপাল। ২০১৪ সালে অংশ নেওয়ার ১০ বছর পর আবারও টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কাটল হিমালয়ের দেশটি। ওমান এর আগে দুবার টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালের সংস্করণে বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকে। নেপালও ২০১৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিদায় নিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে।

কীর্তিপুরে টস জিতে আগে ব্যাটিং করা বাহরাইন ওমানের স্পিনার আকিব ইলিয়াসের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। ৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ১০ রানে ৪ উইকেট নেন আকিব ইলিয়াস। পুরো ২০ ওভার খেলেও ৯ উইকেটে ১০৬ রানে অলআউট হয় বাহরাইন। তিনে নামা ইমরান আলীর ব্যাট থেকে এসেছে সর্বোচ্চ ৩০ রান। তাড়া করতে নেমে দুই ওপেনারের ফিফটিতে মাত্র ১৪.২ ওভারে জিতেছে ওমান। ৪৪ বলে ৫৭ রানে অপরাজিত ছিলেন কাশ্যপ প্রজাপতি। অন্য প্রান্তে ৪২ বলে ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন প্রতীক আথাভেল।

কাঠমান্ডুর মুলপানিতে নেপাল ওমানের মতো এত সহজে জিততে পারেনি। টস হেরে আগে ফিল্ডিং করা নেপালের সামনে ৯ উইকেটে ১৩৪ রানের পুঁজি দাঁড় করায় আরব আমিরাত। ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন আরব আমিরাতের হয়ে তিনে নামা ভৃত্য অরবিন্দ। অন্য ব্যাটসম্যানদের

কাছ থেকে তেমন সাহায্য পাননি তিনি।

নেপালের হয়ে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নেন স্পিন অলরাউন্ডার কুশল মাল্লা। ১৪ রানে ২ উইকেট সন্দ্বীপ লামিচানের। তাড়া করতে নেমে ১৭ বল হাতে রেখে নেপালের তুলে নেওয়া জয়ে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন নেপালের ওপেনার আসিফ শেখ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মোট ২০টি দল এই বিশ্বকাপে অংশ নেবে। এ পর্যন্ত ১৮টি দল জায়গা চূড়ান্ত করেছে। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে বাকি দুটি দল চূড়ান্ত হবে। চলতি মাসের শেষেই নিষ্পত্তি হবে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের লড়াই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র স্বাগতিক হিসেবে সরাসরি ২০২৪ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা ২০২২ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে শীর্ষ আট দলের মধ্যে থাকায় ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে জায়গা পেয়েছে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ।

ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে জায়গা করে নিয়েছে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে পাপুয়া নিউগিনি এবং আমেরিকা অঞ্চল থেকে কানাডা জায়গা করে নিয়েছে চূড়ান্ত পর্বে। ১৭ ও ১৮তম দল হিসেবে ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পেল নেপাল ও ওমান।

১০ জনের ৪ জনই রান আউট, যে রেকর্ডে নেদারল্যান্ডসই প্রথম

কলকাতা ঃ ম্যাক্স ও'ডাউড ও কলিন অ্যাকারম্যানের জুটিতে ভালোই এগোচ্ছিল নেদারল্যান্ডস। লক্ষ্ণৌয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমে ডাচদের রান রেট ছয়ের ওপরে তুলে নেন দুজনে মিলে। কিন্তু ইনিংসের ১২তম ওভারে ডাবলস নিতে গিয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সরাসরি থ্রোয়ে রান আউট হন ও'ডাউড। ৭০ রানের জুটি ভাঙা এই রানআউটে বড় ভাঙনের মুখে পড়ে ডাচ ব্যাটিং লাইনআপ। ১ উইকেটে ৭৩ রান থেকে ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। মাত্র ১০৬ রানের মধ্যে ৯ উইকেট পড়ে যাওয়ার পেছনে যতটা না আফগান বোলারদের কৃতিত্ব, তার চেয়ে বেশি ডাচ ব্যাটসম্যানদের রান নেওয়ার ব্যর্থতা। নেদারল্যান্ডসের ১০ ব্যাটসম্যানের ৪ জনই হন রানআউট, যাদের সবাই প্রথম পাঁচে ব্যাটিং করেন। প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের চারজনই রানআউট ওয়ানডে ক্রিকেট এমন ঘটনা দেখল এই প্রথম। রান আউট হওয়া চার ব্যাটসম্যানের প্রথমজন ও'ডাউড। ম্যাচের ১৯তম ওভারে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে রানআউট হন অ্যাকারম্যানও। এটি ছিল নেদারল্যান্ডসের তৃতীয় উইকেট। অ্যাকারম্যানের পর ব্যাটিংয়ে নামেন ডাচ অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। প্রথম বল সুইপ করতে গেলে ঠিকমতো খেলতে পারেননি। বল কিছুটা ওপরের দিকে উঠে গেলে কয়েক পা সামনে এগিয়ে যান এডওয়ার্ডস, এদিকে বল নাগালে নিয়ে আফগান উইকেটকিপার ইকরাম আলিখিল স্টাম্প ভেঙে দেন। দুই বলে দুই রান আউট! এখানেই শেষ হয়নি ডাচদের রানআউট দুর্ভোগ। চারে নামা সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখটের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ার দিকে এগোচ্ছিল নেদারল্যান্ডস। ম্যাচের ৩৫তম ওভারে সিঙ্গেল নিতে গেলে মোহাম্মদ নবীর থ্রোয়ে রান আউট হন এঙ্গেলব্রেখটও। থেমে যায় তাঁর ৮৬ বলে ৫৮ রানের ইনিংস। ডাচরা রান আউটে হারায় চতুর্থ উইকেট। ওয়ানডেতে এক ইনিংসে ১০ ব্যাটসম্যানের ৫ জনই রানআউট হয়েছে এমন ঘটনা আছে ১০টি। কিন্তু এর কোনোটিতে প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের চারজন ছিলেন না। কিন্তু সেটাই দেখা গেল আজ লক্ষ্ণৌয়ে আফগানদের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডস ইনিংসে।

হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা ফাঁস নিয়ে বাবর পিসিবির যে প্রতিক্রিয়া

মুম্বাইঃ পাকিস্তানের ক্রিকেটের 'সার্কাস' যেন শেষ হওয়ার নয়। একটার পর একটা বিতর্ক লেগেই থাকে। এখন সেখানে চলছে বাবর আজমের ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা ফাঁস নিয়ে নাটক। যেটা স্থানীয় একটি টেলিভিশনে ফাঁস করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান জাকা আশরাফ।

গত শনিবার পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার রশিদ লতিফ বলেছিলেন, ভারত থেকে বাবর আজম পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফকে ফোন করলেও তা ধরেননি তিনি। বাবর এরপর হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠালেও তার কোনো উত্তর দেননি জাকা আশরাফ। পিসিবিপ্রধান অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্থানীয় একটি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তিনি বলেছেন, বাবর তাঁকে ফোনই করেননি, বার্তাও পাঠাননি। বিষয়টি প্রমাণ করতে বাবরের সঙ্গে পিসিবির চিফ অপারেটিং অফিসার সালমান নাসেরের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার একটা অংশ টেলিভিশনটির সাংবাদিককে সরবরাহ করেন জাকা আশরাফ।

সালমান নাসের সেখানে বাবরকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি পিসিবি চেয়ারম্যানকে ফোন করেছিলেন কি না। তার উত্তরে বাবর বলেন, তিনি ফোনও করেননি, বার্তাও পাঠাননি। পরে দুজনের সেই বার্তা টেলিভিশনটির স্ক্রিনেও দেখানো হয়।

এ নিয়ে শুরু সমালোচনা। সেই অনুষ্ঠানে থাকা পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার আজহার আলী তখনই প্রশ্ন করেন, বার্তাগুলো বাবরের অনুমতি নিয়ে দেখানো হয়েছে কি না। সেই সময় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক বলেন, পিসিবি চেয়ারম্যান বার্তাগুলো টিভিতে দেখাতে বলেছেন। বিষয়টি নিয়ে এত দিন পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পিসিবি। ক্রিকেট বিষয়ক খবরের ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো পিসিবিকে উদ্ধৃত করেছে এভাবে, 'কী দেখাবে আর কী দেখাবে না, এটা টেলিভিশন চ্যানেলটির নীতি-নির্ধারণী বিষয়।' পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী এভাবে ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা প্রকাশ করায় অসন্তোষ জানিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম।

জেল হত্যা দিবস :১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর কারাগারের ভেতর জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে যেভাবে খুন করা হয়

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক): ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি পিকআপ এসে থামে। তখন রাত আনুমানিক দেড়টা থেকে দুইটা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় সে গাড়িতে কয়েকজন সেনা সদস্য ছিল। ঢাকা তখন এখন অস্থিরতার নগরী। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান নিয়ে নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে তখন। সে সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিনুর রহমান। রাত দেড়টার দিকে কারা মহাপরিদর্শক টেলিফোন করে জেলার মি. রহমানকে তাৎক্ষনিকভাবে আসতে বলেন। দ্রুত কারাগারের মূল ফটকে গিয়ে মি. রহমান দেখলেন, একটি পিকআপে কয়েকজন সেনা সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় আছে। মূল ফটকের সামনে সেনা সদস্যরা কারা মহাপরিদর্শককে একটি কাগজ দিলেন। সেখানে কী লেখা ছিল সেটি অবশ্য জানতে পারেননি মি. রহমান।

মূল ফটক দিয়ে ঢুকে বাম দিকেই ছিল জেলার আমিনুর রহমানের কক্ষ। তখন সেখানকার টেলিফোনটি বেজে উঠে। মি. রহমান যখন টেলিফোনের রিসিভারটি তুললেন, তখন অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন।

২০১০ সালে সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মি. রহমান বলেন, টেলিফোনে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবে আইজি সাহেবের সাথে। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে আইজি সাহেবকে খবর দিলাম। কথা শেষে আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেব ফোনে বলছে আর্মি অফিসাররা যা চায়, সেটা তোমরা কর।

মূল ফটকের সামনে কথাবার্তার চলতে থাকে। এক সময় রাত তিনটা বেজে যায়।

আমিনুর রহমান বলেন, এক পর্যায়ে কারাগারে থাকা তৎকালীন আওয়ামী লীগের চার জন নেতাকে একত্রিত করার আদেশ আসে। কারা মহাপরিদর্শক একটি কাগজে চার ব্যক্তির নাম লিখে জেলার আমিনুর রহমানকে দিলেন। সে চারজন হলেন - সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান। আমিনুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ কারাগারের একটি কক্ষে ছিলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামানকে অপর কক্ষ থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আসার আগে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কাপড় পাল্টে নিলেন।

মি. রহমানের বর্ণনা করেন, তাজউদ্দীন সাহেব তখন কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। ওনারা কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করলেন না আমাদের কোথায় নেও (নেয়া হচ্ছে)? সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হাতমুখ ধুলেন। আমি বললাম আর্মি আসছে।

চারজনকে যখন একটি কক্ষে একত্রিত করার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগার কারণে সেনাসদস্যরা কারা কর্মকর্তাদের নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করছিল, বলছিলেন মি. রহমান।

মনসুর আলি সাহেব বসা ছিল সর্ব দক্ষিণে। যতদূর আমার মনে পড়ে। আমি মনসুর আলীর 'ম' কথাটা উচ্চারণ করতে পারি নাই, সঙ্গে সঙ্গে গুলি, বলেন মি. রহমান। কারাগারের ভেতর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর চার নেতার পরিবার সেদিন জানতে পারেননি।

শেখ মুজিব হত্যার সাথে চার নেতা হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হয়।

তাজউদ্দীন আহমদের পরিবার কারাগারের খোঁজ নেবার জন্য সারাদিন চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

পরের দিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর পুরনো ঢাকার এক বাসিন্দা তাজউদ্দীন আহমদের বাসায় এসে জানান যে তিনি আগের দিন ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলির শব্দ শুনেছেন। প্রয়াত তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি ২০১০ সালে বিবিসি বাংলাকে বলেন, ৪ নভেম্বর বিকেল চারটার দিকে খবর আসতে শুরু করলো তাজউদ্দীন আহমদসহ চারজন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে প্রায় সপরিবারে হত্যার ঘটনার সাথে জেল হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হয়। তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লে. কর্নেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিন আহমেদ চৌধুরী, যিনি পরবর্তীতে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন। কয়েক বছর আগে মারা গেছেন মি. চৌধুরী।

২০১০ সালে তিনি বলেছিলেন, তখন সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েনের পরিণতি ছিল জেলখানার হত্যাকাণ্ড। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের বিপরীতে পাল্টা আরেকটি অভ্যুত্থান হয়েছিল তেসরা নভেম্বর।

সেটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ। আমিন আহমেদ চৌধুরীর মতে, তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি ছিল অনিবার্য। কারণ শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছয়জন জুনিয়র সেনা কর্মকর্তা তখন বঙ্গভবনে বসে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে পরিচালনা করছিলেন। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছয়জন জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তাকে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমাণ্ডের আওতায় আনার জন্য তেসরা নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্ব অভ্যুত্থান হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন জেনারেল চৌধুরী। তাছাড়া শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডকেও তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে সে অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর ভেতরে আবারো চেইন অব কমাণ্ড ভাঙার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বলে মনে করেন জেনারেল চৌধুরী।

খালেদ মোশারফের অনুগত সৈন্যরা বন্দি করে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে।

ঢাকা সেনানিবাসে যখন এ অবস্থা চলছিল সে সময় পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে জেলখানায় আওয়ামী লীগের চারজন সিনিয়র নেতাকে হত্যা করা হয়।

পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর থেকেই হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা পাল্টা আরেকটি অভ্যুত্থানের আশংকায় ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা। সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একদিকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং অন্যদিকে মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ। তখন ঢাকা সেনানিবাসে মেজর পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।

তিনি এসব ঘটনাপ্রবাহ বেশ কাছ থেকে দেখেছেন। তার সে অভিজ্ঞতা নিয়ে মি. হোসেন একটি বই লিখেছেন 'বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় ঃ১৯৭৫-৮১' শিরোনামে। শেখ মুজিবকে হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা তখন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদকে পরিচালনা করছিলেন। ব্রিগেডিয়ার হোসেন বলেন, বঙ্গভবনের থাকা সেনা কর্মকর্তাদের সাথে একটা সংঘাত চলছিল সেনানিবাসের উর্ধ্বতন কিছু সেনা কর্মকর্তাদের সাথে। খন্দকার মোশতাক যে বেশিদিন ওখানে টিকবেন না, এটাও ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছিল। তখন আবার সিনিয়র অফিসারদের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল, বলছিলেন ব্রিগেডিয়ার হোসেন। শেখ মুজিবকে হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ধারনা করেছিলেন যে কোন পাল্টা অভ্যুত্থান হলে সেটি আওয়ামী লীগের সমর্থন পাবে। সে ধরনের পরিস্থিতি হলে কী করতে হবে সে বিষয়ে মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা কিছুটা ভেবেও রেখেছিলেন। তিনি বলেন, ঐ ধরনের ক্যু হলে তখনকার আওয়ামী লীগে যাতে কোন ধরনের লিডারশিপ না থাকে সেটাই তারা বোধ হয় নিশ্চিত করেছিল।

হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ভেবেছিল যদি সে চারজন রাজনীতিবিদকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে পাল্টা অভ্যুত্থান হলেও সেটি রাজনৈতিক সমর্থন পাবে না।

টুকরো খবর

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী

নদীয়া ঃ বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া এন বি এম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী । ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শ্যামনগর এলাকায় । পরিবার সূত্রে জানা গেছে ছাত্রীর মা বাজারে গিয়েছিল বাজার করতে। ছাত্রীর মা বাড়ি এসে দেখে ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ । দরজা খুলতেই ছাত্রীর মা দেখেন ঝুলন্ত মৃতদেহ । ছাত্রীর মা চিৎকার করে কাঁদতে থাকলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। প্রতিবেশীরা দড়ি কেটে স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে ওই ছাত্রীকে। কর্তব্যরত চিকিৎসক ছাত্রীটিকে মৃত ঘোষণা করেউ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ছাত্রীর বয়স ১১ বছর। কি কারনে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হোলে ওই ছাত্রী পরিবারের লোকজন আমাদের ক্যামেরার সামনে সে ব্যাপারে কিছু বলতে চাননী । ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ । পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় । পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজ ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে মৃতদেহটি ।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের আলিমগাছায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের আলিমগছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী বরাই,বিধাননগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্না সরকার সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বোর্ড গঠনের পরেই আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। আর আজকে এখানে করতে পেরেছি। এরপর ফাঁসিদেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে খুব দ্রুত উদ্বোধন হবে।

তিস্তার জলে তর্পণ থেমেছে, মৃতদেহ আর সেনা মর্টার আজও পড়ে আছে

জলপাইগুড়ি ঃ পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তা নদীতে তর্পণ করেন বহু মানুষ। তবে এবারের তিস্তা নদীর জল একদিকে শাস্ত্র মতে যেমন অপবিত্র ওপর দিকে পরিবেশ গত দিক থেকে অনেকটাই দূষিত। সম্প্রতি উত্তর সিকিমের ধ্বংসলীলার দৃশ্য আজও ভেসে উঠছে তিস্তার জলে, প্রতিনিয়ত উদ্ধার করা হচ্ছে সেনা জওয়ান থেকে সাধারণ মানুষের মৃতদেহ, নদীর অববাহিকায় উদ্ধার অব্যাহত রয়েছে সেনা বাহিনীর ব্যাবহারের বিস্ফোরক সহ অত্যান্ত বিপদজনক বিভিন্ন ধরনের কামানের গোলা, এবং সেই বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে নদীর পাড়ের বিভিন্ন গ্রামের ফাঁকা স্থানে।রাত পোহালেই মহালয়ার পূণ্য তিথিতে তর্পণ।এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় যোজমান সংঘের সভাপতি জয়ন্ত চক্রবর্তী জানান, সিকিমের ধ্বংসলীলার সবটাই তিস্তার জলে প্রবাহিত হচ্ছে।শুধু মানুষের নয় বহু পশুপাখি ও মৃত অবস্থায় তিস্তা নদীর জলে ভেসে আসছে আজও, সেই সব দিক বিচার করেই বলছি শাস্ত্র মতে এই মুহূর্তে তিস্তা নদীর জল অপবিত্র।সেই কারণেই মহালয়ার ভোরে তিস্তা নদীর জলে দাড়িয়ে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে যে তর্পণ করা হয়ে থাকে এবছর সেটা তিস্তা নদীতে করা হচ্ছে না।তিস্তার জল শুদ্ধ হতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আগামী বর্ষা পর্যন্ত, বর্ষার নতুন বৃষ্টির জলে আবার পবিত্র এবং দূষণ মুক্ত হবে তিস্তা নদীর জল।

রেশন কার্ডের সাথে মোবাইলের সংযোগ নেই. বলে অভিযোগ ! প্রায় আট মাস রেশন থেকে বঞ্চিত একাধিক উপভোক্তা

জলপাইগুড়ি ঃ রেশন কার্ডের সাথে মোবাইল নম্বরের সংযুক্তিকরণ না থাকায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে রেশন কার্ড। সেই কারণে মাসিক রেশন থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছেন উপভোক্তারা। যার জেরে রেশনে এসে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক উপভোক্তা। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্যা বাড়ি এলাকায়। জানা যায়, স্থানীয় রেশন ডিলার কান্ত নারায়ন রায় শুক্রবার দুয়ারে রেশন দিতে গিয়েছিলেন কন্যা বাড়ি এলাকায়। অভিযোগ সেই এলাকার বেশ কয়েকজন দীর্ঘ আট মাস থেকে রেশন পাচ্ছেন না। তাদের অভিযোগ, রেশন কার্ড নিয়ে রেশনে আসলে তাদের জানানো হয় কার্ড ব্লক হয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে বিডিও অফিসে গিয়ে একাধিকবার কাগজ জমা করলেও সেই ব্লক খোলে নি বলেই অভিযোগ। যার জেরে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলার তাদের কোনো রেশন সামগ্রী দিচ্ছেন না। দীর্ঘ আট মাস থেকে রেশন না মেলায় শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। তাদের এই সমস্যার সমাধান দ্রুত করে দেওয়ার দাবি জানান। যদিও কার্ড ব্লক থাকায় রেশন দেওয়া হয়নি বলেই জানা গেছে ডিলার সূত্রে। অন্যদিকে উপভোক্তাদের অভিযোগ সেইসঙ্গে রেশন ডিলারের বক্তব্য প্রায় ৮ মাস ধরে পাওয়া যাচ্ছে না রেশন। বিডিও অফিস ও রেশন ডিলারের কাছে বারংবার গিয়ে ঘুরে আসতে হচ্ছে। এমনি অভিযোগ তুলে বেশ কিছু রেশন গ্রাহকেরা বিক্ষোভ দেখালো ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এদিনের এই বিক্ষোভের কারণে দুয়ারে রেশন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় । রেশন ডিলার কান্তনারায়ণ রায় তড়িঘড়ি ফোন করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক মানিক দাস কে। মানিক দাস সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

কদমফুল তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা

জলপাইগুড়ি ঃ প্রতিবছরের ন্যায় পুজোর আগে শোলা দিয়ে কদমফুল তৈরীর কাজে লেগে পরেছেন শিল্পীরা। ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানের বাড়ির শোলা শিল্পীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কাজে । বাড়িতে বসেই নিখুঁত হাতের কাজে শোলা দিয়ে তৈরি করছেন কদমফুল, মাশান ঠাকুর, মনসা ঠাকুর, বিয়ের জন্য মুকুট সহ প্রভৃতি দ্রব্য। আমগুড়ির হেমন্ত রায় সাতপুরুষ ধরে কদমফুল তৈরীর কাজ করছেন । প্রায় ৬০ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এই কাজ আসছেন তারা। প্রতিমা তৈরির কাজের পাশাপাশি প্রতিবছর পুজোর দুমাস আগে থেকে তারা লেগে পড়েন পূর্বপুরুষদের এই শিল্পকর্মে । ময়নাগুড়ি ব্লকে শোলা চাষ হয়না । তাই প্রতিবছর ময়নাগুড়ির বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে শোলা তুলে আনেন। তবে এবার জোগান অনেকটাই কম বলে জানিয়েছেন শিল্পী হেমন্ত বাবু। শোলা গুলিকে এনে তারা তাদের শিল্পকর্ম দিয়ে নানান আকৃতির কদমফুল তৈরী করেন । প্রতিটি কদমফুল ২ টাকা থেকে ১০ টাকা পাইকারী দরে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন বিভিন্ন জায়গার পাইকাররা । এছাড়াও কাছাকাছি ময়নাগুড়ি , ধূপগুড়ি সহ বিভিন্ন শহরে খুচরো দামেও তারা এগুলি বিক্রি করেন । এই হস্ত শিল্পের মাধ্যমে তারা একটা মোটা অংকের টাকা ঘরে তুলেন । যা দিয়ে ওই পরিবারগুলির পুজোর কেনাকাটা থেকে শুরু করে ভালোমন্দ খাওয়া এবং মেলা ঘোরার সমস্ত চাহিদা পূরণ হয় । ফলে পরিবারের ছোট বড়ো সকলেই আনন্দে পুজো কাটান । পুরোনো রীতি অনুসারে উত্তরবঙ্গের মানুষ দূর্গোৎসবের সময় কদমফুল কেনেন । নবমী ও বিজয়া দশমীতে ঠাকুর ঘরে ও বাড়ির অন্যান্য ঘরের দরজার ওপরে কদমফুল ঝোলানো হয় ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শনিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:11:2023

ওমান ভিসা দেবে না বাংলাদেশিদের, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে প্রভাব পড়বে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশি নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা দেয়া স্থগিত করেছে ওমান। দেশটির রয়্যাল পুলিশ এক ঘোষণায় এটি জানিয়েছে। একই সাথে 'টুরিস্ট' কিংবা 'ভিজিট ভিসা' নিয়ে ওমান গেলে সেটি 'ওয়ার্ক ভিসায়' পরিবর্তন করা যাবেনা। গত ৩১শে অক্টোবর থেকে সব দেশের জন্য এটি কার্যকর করা হয়েছে। ওমানের জনসংখ্যা ৫০ লাখের মতো। বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে বলা হচ্ছে, ওমানে ২০ লাখের মতো প্রবাসী শ্রমিক রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সংখ্যা সাত লাখের উপরে। ঢাকায় ওমান দূতাবাসের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে এটি ওমানি শ্রম বাজারের চাহিদা ও স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি প্রয়াস যার উদ্দেশ্য বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে দূতাবাস বিষয়টিকে 'সাময়িক পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করেছে। এছাড়া বিষয়টি কোনভাবেই 'রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির নয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ওমানে বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে বলা হচ্ছে, সেখানে যত বাংলাদেশি আছেন সে তুলনায় কর্মসংস্থান নেই। ফলে অনেকেই যারা আগে থেকে চাকরি নিশ্চিত করে যাচ্ছেন না। তাদের অনেককে বেকার থাকতে হচ্ছে অথবা স্বল্প মজুরিতে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, যেটা তাদের শ্রম অধিকার খর্ব করে।

গাজা শহর ঘিরে রেখেছে ইসরায়েলি সেনারা

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা গাজা শহর ঘিরে ফেলার কাজ শেষ করেছে এবং তারা হামাসের সামরিক চৌকি , সদরদপ্তর এবং স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে। জাতিসংঘ বলছে, গাজা উপত্যকায় একটি স্কুলে ২০ জন নিহত হয়েছে এবং চারটি আশ্রয় কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত সাতই অক্টোবর থেকে হাজার হাজার বিমান হামলা ও কামানের গোলা ছুড়ে আসছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলে হামাসের হামলা ১৪০০ জন নিহত এবং ২০০ বেশি মানুষকে জিম্মি করার পর থেকে অভিযান চালিয়ে আসছে দেশটি। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে তারা হামাসের স্থাপনায় হামলা করছে, যার মধ্যে রয়েছে সুড়ঙ্গ এবং রকেট লঞ্চার। তবে তারা বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা 'সর্বনিম্ন রাখার' চেষ্টা করছে।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, গত সাতই অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ৯০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা গাজা শহরটি সব দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং হামাসের স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। গাজা উপত্যকায় এই শহরটি সবচেয়ে বড় এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এটি ছিল সবচেয়ে ঘনবসতি সম্পন্ন এলাকা।

জাতিসংঘ বলেছে, ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে গাজায় থাকা তাদের চারটি স্কুল যেগুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থাটি বলেছে, জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে থাকা একটি স্কুলে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে।

বিচ শরণার্থী শিবির এবং আল বুরেইজ শিবিরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এগুলোতে কমপক্ষে তিন জন নিহত হয়েছে।

বুধবার খোলা মিশর সীমান্তে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে সীমিত সংখ্যক নাগরিক গাজা ত্যাগ করতে পেরেছে। মিশরীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২১ জন আহত ফিলিস্তিনি, ৩৪৪ জন বিদেশি পাসপোর্টধারী যাদের মধ্যে ৭৩ জন শিশু রাফাহ ক্রসিং পার করেছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে আরো বেশি ব্রিটিশ নাগরিক গাজা ত্যাগ করে মিশরে ঢুকেছে। কিন্তু তারা কোন সংখ্যা জানায়নি। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ৭৪ জন আমেরিকার নাগরিক যাদের দ্বৈত জাতীয়তা রয়েছে তারা রাফাহ ক্রসিং দিয়ে পারাপার হয়েছেন।

গাজায় থাকা হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত সাতই অক্টোবর থেকে এখনো পর্যন্ত ৯০০০ মানুষ নিহত হয়েছে। সেসময় হামাস ইসরায়েলে হামলা চালালে ১৪০০ জন নিহত হয়। এরপর থেকে ইসরায়েল বিমানের মাধ্যমে গাজায় বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হামাসকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ আরো বলেছে, বিস্ফোরক ভর্তি দুটি ড্রোনের মাধ্যমে লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তে শেবা ফার্ম মাউন্ট দভ এর বিতর্কিত এলাকায় থাকা ইসরায়েলি সেনা অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে ইসরায়েলের জন্য ১৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ত্রাণ সহায়তা বিল পাস হয়েছে। তবে এটি সেনেটে পাস হতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে বলে জানানো হয়।

প্রতিনিধি পরিষদে বিলটির পক্ষে ২২৬টি ভোটের বিপরীতে ১৯৬টি ভোট পড়ে। ১২ জন ডেমোক্রেট সদস্য বিলটির পক্ষে ভোট দিয়েছেন আর দুই জন রিপাবলিকান বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

ডেমোক্রেটিক নেতারা এই বিলে ইউক্রেনের জন্য তহবিল থাকার বিষয়টিও সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাউসের রিপাবলিকান সদস্যরা ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য একটি অভিন্ন বিল আনতে চাননি।

রিপাবলিকানদের আনা এই প্রস্তাবে তহবিল যোগানের বিষয়টি নিয়েও আপত্তি রয়েছে ডেমোক্রেটদের। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে কর আদায়ে নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগের তহবিল কমিয়ে ইসরায়েলকে বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

সেনেট নেতা চাক শুমার এই বিলকে গভীর ত্রুটিযুক্ত বলে উল্লেখ করে বলেছেন, কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদ যেখানে ডেমোক্রেটদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে এটি পাস হতে পারবে না।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যিনি নিজেও একজন ডেমোক্রেট, বিলটি তার টেবিলে গেলে সেটিতে ভেটো দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

নয় বছর বয়সী শিশু রাফিফ আবু জিয়াদা বর্তমানে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে বসবাস করছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে সে জানায়, সে নোংরা জল পান করছে এবং এর কারণে পেট ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছে।

রান্নার জন্য কোন গ্যাস নেই, পানি নেই, আমরা ঠিক মতো খেতে পারিনা। আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি, সে বলে।

আঙিনায় ময়লা পড়ে আছে আর পুরো জায়গাটি দূষিত।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, গত সাতই অক্টোবর ২৪২ জন মানুষকে জিম্মি করেছে হামাস।

উডি গোরেনের কাজিন বা ভাই তাদের মধ্যে একজন।

বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গোরেন তার ভাইয়ের বর্ণনায় বলেন, সে সাধারণ একজন মানুষ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, তার স্ত্রী আছে, তিন সন্তান আছে। তার পরিবার দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, উডি বলেন।

কিন্তু তার সবচেয়ে উদ্বেগের জায়গা হচ্ছে,তিনি মনে করেন, জিম্মিদের পরিবার আসলে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমরা আমাদের সরকার বিশ্বাস করি না, আমরা মনে করি না যে তারা জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আর হামাসকে তো আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি না,তিনি বলেন। তিনি আরো বলেন, তারা আসলে স্পষ্ট কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি বুঝি না যে কিভাবে, কোন পথে, গাজাকে মাটিতে মিশিয়ে ফেলার মতো বোমা হামলা অব্যাহত রাখলে তা আমার ভাইকে ফিরিয়ে আনবে। আমি কোন উপায় দেখছি না যে কিভাবে তাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জীবিত উদ্ধার করা হবে, গোরেন বলেন।

ইসরায়েল বলছে, তারা হামাসকে ধ্বংস করার মাধ্যমে তারা তাদের দেশ ও বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করছে।

ভাষণ দেবেন হেজবুল্লাহর প্রধান লেবানন থেকে বিবিসির সংবাদদাতা হুগো বাচেগা জানিয়েছেন, লেবাননের শিয়া ইসলামি গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরাল্লাহ শুক্রবার তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এটা তার প্রথম জনসম্মুখে ভাষণ।

তার বক্তব্যে গোষ্ঠীটির পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে সে বিষয়ে ইঙ্গিত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরইমধ্যে গোষ্ঠীটির যোদ্ধারা লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তে ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই করছে।

এর ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, সেটি এই সংঘাতের আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক, এখনো পর্যন্ত সহিংসতার বেশিরভাগই নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলায় ১৪০০ জন নিহত হওয়ার পর থেকে লেবানন হেজবুল্লাহ গোষ্ঠীটির উপর নজর রেখে চলেছে।

গোষ্ঠীটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের হামলা জোরদার করেছে।

দুই পক্ষই সংঘাত মারাত্মক আকারে বেড়ে যাওয়া ঠেকাতে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বেশিরভাগ হামলা সীমান্ত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এটা পরিবর্তিত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে বহনকারী বিমানটি জ্বালানি নিতে আয়ারল্যান্ডে অবতরণ করেছে। তিনি ইসরায়েলে নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জ্যাক লিউকে নিয়ে তেল আবিব যাচ্ছেন যেখানে তিনি দিনভর ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করবেন।

ওয়াশিংটন ডিসি ত্যাগ করার পর থেকে এই সফরটি এখনো পর্যন্ত মোটামুটি শান্তই রয়েছে। তবে এর গতি আগামী কয়েক দিনে বাড়বে।

মার্কিন এই কূটনীতিক দলটির সামনে কঠিন কাজ রয়েছে একদিকে ইসরায়েলিদের প্রতি আমেরিকার সমর্থন অব্যাহত রাখতে হবে, অন্যদিকে গাজায় বেসামরিক প্রাণহানি সীমিত রাখতে চাপ দিতে হবে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ ইসরায়েলের আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে এবং এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ব্লিঙ্কেন বলেছেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা যায় সে সম্পর্কে সামনের দিনগুলোতে তিনি এই অঞ্চলের সব নেতার সাথে আলোচনা করতে চান।

সপ্তাহ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি ইসরায়েলের হামলার লাগাম টানার নতুন কোন আশ্বাস বা প্রমাণ এসব আরব নেতাদের সামনে হাজির করতে না পারেন তাহলে দীর্ঘস্থায়ী কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করাটা তার জন্য কঠিন হবে।

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এক পরিবারের ২১ জন নিহত

গাজা ঃ ভোর চারটার সময় আহমেদ জেগে উঠলেন। সাধারণত এই সময়ে গভীর ঘুমে থাকলেও এবার তার মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঠিক নেই। যুদ্ধের শুরু থেকেই মনোযোগ দিয়ে তার পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চেক করে আসছেন লন্ডনে বসবাস করা আহমেদ। ইসরায়েল গাজায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর থেকেই তার বাবা এবং ভাই-বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন ছিল। কিন্তু দুই দিন আগে তার বোন ওয়াল্লাহর কাছ থেকে একটি বার্তা আসে। বোমায় তার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়ির ভেতরের জানালা এবং দরজা সব ভাঙ্গা ছিল, ওয়াল্লাহ গ্রুপে লিখেছেন। কিন্তু জরুরি বিষয় হল ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন। আমরা সবাই ভালো আছি।

আহমেদ উত্তরে লিখলেন, বাড়ি ঠিক করা যাবে, গুরুত্বপূর্ণ হলো তুমি নিরাপদ আছো।

ওয়াল্লাহ আর তার চার সন্তান গাজার মাঝখানে দেইর আল-বালাহতে তাদের বাবার বাড়িতে চলে যান।

সেই রাতে আহমেদ যখন জেগে ওঠেন তার পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটি একেবারে শান্ত ছিল। তিনি আরও বেশ কিছু লোকের বার্তা দেখতে পান, যা পাঠানোর পর মুছে ফেলা হয়েছে।

তিনি গাজায় একজন বন্ধুকে ফোন করেছিলেন কী হচ্ছে তা জানার জন্য। তিনি জানতে পারেন তার পরিবারের সবাই মারা গেছে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই আহমেদ এবং তার গাজার ফ্ল্যাটমেটরা জাহান্নামের মতো একটি অবস্থায় আছেন। তাদের ফোন ধ্বংস আর মৃত্যু খবরের ভান্ডার হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন তাদের জানানো হয় প্রতিবেশী, বন্ধু বা যার সাথে তারা স্কুলে গিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ না কেউ মারা গেছে। কিন্তু তিনি কখনোই ভাবেননি যে এই যুদ্ধ সরাসরি তার পরিবারের দিকে আসবে।

তাদের বাড়ি দেইর আল-বালাহর মাঝখানে এমন এক এলাকায় যা আগে কখনও লক্ষ্যবস্তু হয়নি। আমি ভেবেছিলাম, এটি তাদের জন্য কঠিন সময় কিন্তু তারা সবাই ঠিক থাকবে, তিনি বলেন। আমি এটাই ভেবেছিলাম। বিমান হামলায় যখন তাদের বাড়িটি ভেঙে পড়ে তখন সব মিলিয়ে ২১ জন মানুষ মারা গেছে, যাদের মধ্যে ছিল আহমেদের বাবা, তার তিন বোন, দুই ভাই এবং তাদের ১৫ জন সন্তান।

নিহতদের তালিকা এতটাই দীর্ঘ ছিল যে তার পরিবারের নিহত প্রতিটি ব্যক্তির নাম ও বয়স বলার সময় তিনি বারবার আটকে যাচ্ছিলেন।

শিশুদের মধ্যে তার তের বছর বয়সী ভাতিজা এসলাম ছিল সবচেয়ে বড়। তাকেই আহমদ সবচেয়ে বেশি চিনতেন।

ইসলামের জন্মের সময় আহমেদ কিশোর ছিলেন এবং তখনও তিনি বাড়িতেই থাকতেন। বোন কাজে যাওয়ার পর তার মা এসলামের দেখাশোনা করতেন। ফলে আহমেদও প্রায়ই এসলামকে খাওয়াতে এবং কাপড় পরিবর্তনে সাহায্য করতো।

ইসলাম বড় হওয়ার পর জানিয়েছিল যে তার চাচার মতো হতে চায়। আহমেদ জানান, সে তার ক্লাসে প্রথম ছিল আর ইংরেজিটা ভালোভাবে রপ্ত করতে চাইতো যাতে করে সে-ও যুক্তরাজ্যে যেতে পারে।

ইসলামকে তার ছোট বোনদের সাথেই হত্যা করা হয়, যাদের মধ্যে দিমার বয়স ছিল ১০, তালার বয়স ছিল নয়, নুরের বয়স ছিল পাঁচ আর নাসমার বয়স ছিল দুই বছর। একইসঙ্গে তার চাচাতো ভাই রাঘাদ (১৩বছর), বকর (১১ বছর), নয় বছর বয়সী দুই মেয়ে এসলাম ও সারা, আট বছর বয়সী মোহামেদ ও বাসেমা এবং ছয় বছর বয়সী আবদুল্লাহ ও তামিমেরও মৃত্যু হয়।

আহমেদ শেষবার বাচ্চাদের দেখেছিলেন ভিডিও কলে। বোনাস পাওয়ার পর পারিবারিক রীতি অনুযায়ী ভাগ্নি-ভাগ্নেদের ট্রিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।

তারা সবাই বলেছিল তারা সমুদ্র সৈকতে যেতে চায় এবং একটি শ্যালেট বা সৈকতের পাশের ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে একইসাথে খাবার আর নাচ উপভোগ করতে চায়, বলেন তিনি। ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের একটি শ্যালেট ভাড়া করে তাদের রাতের খাবার আর স্ন্যাকস কিনে দিয়েছিলেন আহমেদ।

সৈকত থেকে শিশুরা সেদিন তাকে ফোন করেছিল, কথা বলার জন্য ফোন নিয়ে ঝগড়া করছিল তারা। আর এখন তাদের মধ্যে ১৫ জনই আর নেই।

আহমেদের নয় ভাইবোনের মধ্যে কেবল তিনি আর তার দুই বোন বেঁচে আছেন।

হামলার পরের দিনগুলোতে তিন বছর বয়সী ওমরসহ প্রতিটি শিশুর ছবি অনলাইনে পোস্ট করেন আহমেদ। এরপর তার বোনের কাছ থেকে ফোন আসার পর তিনি জানতে পারেন ওমর বেঁচে আছে। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত ছিল, বলেন তিনি।

বোমা পড়ার সময় ওমর তার মা শিমা ও বাবা ও মুহাম্মদের সঙ্গে বিছানায় ছিলেন। মুহাম্মদ নিহত হলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান শিমা ও ওমর।

জীবিত উদ্ধার করা অন্যজন আহমেদের ১১ বছর বয়সী ভাতিজি মালাক। তার শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

আমি যখন আহমেদের সাথে দেখা করি তিনি আমাকে হাসপাতালে মালাকের একটি ছবি দেখান। তার পুরো শরীর ব্যান্ডেজে ঢাকা ছিল। চুল ছোট থাকায় প্রথমে আমি তাকে ছেলে ভেবেছিলাম। আহমেদ বলল আগে অনেক লম্বা ছিল, নিশ্চয়ই আগুনে পুড়ে গেছে।

হামলার সময় মালাকের বাবা বাড়িতে না থাকায় তিনি বেঁচে যান। কিন্তু তার স্ত্রী ও আরও দুই সন্তান মারা গেছে। আহমেদ যখন তাকে মেসেজ করে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করার পর তিনি উত্তরে লিখেছেন ঃআমার শরীর আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। ইসরায়েল আক্রমণ বাড়ানোয় সেই সময় গাজা থেকে ফোনের সিগন্যাল

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আহমেদ কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। দুই দিন পর আবার সিগন্যাল পেলে তিনি জানতে পারেন মালাকের মৃত্যু হয়েছে।

চিকিৎসাসামগ্রী কমে যাওয়ায় ও আরও জরুরী কেস আসায় তাকে আইসিইউ ইউনিট থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সে অনেক ব্যথায় ভুগছিল। তিন সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং শেষের জনের মৃত্যু দেখে তার বাবা আহমেদকে জানান, আমি প্রতিদিন একশ বার মারা যাচ্ছি।

যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার ঠিক আগে আহমেদ জানতে পারেন তার মামার বাড়িতেও হামলা হয়েছে। সেখানে কারা নিহত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি এখনও নিশ্চিত নন।

আমরা তিনজনের সাথে কথা বলেছি যাদের প্রত্যেকে গাজায় পরিবারের ২০ জনের বেশি সদস্যদের হারিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন দারবিশ আল-মানামা। তিনি তার পরিবারের ৪৪ জন সদস্যকে হারিয়েছেন। দুর্বোধ্য মাত্রায় তারা এই দুঃখের মোকাবিলা করছে।

লন্ডনের একজন স্থপতি এবং শিক্ষাবিদ ইয়ারা শরীফ আমাকে এক সপ্তাহ আগের ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া তার খালার বাড়ির ছবি পাঠিয়েছেন।

এটি মাঝখানে বড় উঠোনসহ খুব সুন্দর একটি বাড়ি ছিল, বলেন ইয়ারা। এই বাড়িতে ছেলেরা তাদের বাবা-মায়ের ফ্ল্যাটের উপরে নিজেদের পরিবারের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করেছিলেন - যার অর্থ দাঁড়ায় এক ঝাপটায় একাধিক প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

এই হামলায় ইয়ারার খালা, খালু তার দুই চাচাতো ভাই এবং তাদের ১০ সন্তানের পাশাপাশি বর্ধিত পরিবারের ছয় সদস্যসহ ২০ জন নিহত হয়।

তাদের মধ্যে কয়েকজনের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে আনা তোলা হয়, যা পরে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত নিহতের তালিকায় সংখ্যায় পাওয়া গেছে।

ইয়ারা আমাদের প্রতিটি নামের পাশে লাল দাগ দেয়া তালিকার একটি স্ক্রিনশট পাঠিয়েছে। তালিকার ডানদিকে তাদের বয়স লেখা ছিল। সামার বয়স ছিল ১৬, যমজ দুই ভাই ওমর এবং ফাহমির বয়স ছিল ১৪, আব্দুল ১৩ বছর, ফাতিমা ১০, ওবায়দা সাত, চাচাতো ভাই আলেমান এবং ফাতিমা উভয়ের বয়স পাঁচ, ইউসুফ চার এবং সারা এবং আনাস ছিলেন তিন বছর বয়সী।

ইয়ারার দুই চাচাতো ভাই জীবিত আছে। তবে তারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। কারণ যারা মিডিয়াতে কথা বলছেন তাদের টার্গেট করা হচ্ছে এমন গুজব নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

ইয়ারার বোনেরা গাজার বিভিন্ন প্রান্তে আছে কিন্তু জানাজা বা শোকের জন্য তারা একে অপরের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। ইয়ারার চাচাতো ভাই তাকে দেয়া বার্তায় লিখেছে, মুহাম্মদ, তার মা ও দুই শিশুর লাশ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে রয়েছে।

আব্দুল রাহাম এবং তার চাচাতো যমজ ভাই ওমর এবং ফাহমি। ধ্বংসস্তূপ থেকে ফাহমির মৃতদেহ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গাজায় খননকারী মেশিন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানী নেই এবং যেটি এখনো চলছে সেটি দিয়ে জীবিতদের উদ্ধারের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। শুক্রবার আহমেদের সাথে বসে আমি যখন খবর দেখছিলাম তখন মৃতদের তালিকা পর্দায় ওঠে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তার পরিবারের কেউ এটিতে ছিল কিনা। মাত্র ১২ জন, বলেন তিনি। বাকি নয়জনকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। গত সপ্তাহে বোমা হামলার সময় নিজের বাড়িতে থাকা তার বড় বোন ধ্বংসস্তূপ দেখতে গিয়েছিল।

শামিকে নিয়ে মেতেছে ভারত, অথচ এক সময় বলা হয়েছিল 'পাকিস্তানে চলে যাও'

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ মোহাম্মদ শামি অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড গড়েছেন, অথচ এই বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচে দলের একাদশে সুযোগ হয়নি তার। এরপর তিন ম্যাচ খেলেই শামি চলমান বিশ্বকাপের শীর্ষ উইকেট শিকারিদের দৌড়ে শামিল হয়ে গেছেন। শামি গতরাতে ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হয়েছেন।

সাবেক ফাস্ট বোলার জহির খান ও জাভাগাল শ্রীনাথের নেয়া ৪৪ উইকেট পার করে শামির উইকেট সংখ্যা এখন ৪৫। ৪৪ উইকেট নিতে জহির খান ও শ্রীনাথের লেগেছে যথাক্রমে ২৩ ও ৩৩ ইনিংস, শামি ৪৫ উইকেট নিয়েছেন ১৪ ইনিংস বল করে। এই ১৪ ইনিংসে শামি চারবার চার উইকেট ও তিনবার পাঁচ উইকেট শিকার করেছেন।

সেরা বোলিং ফিগার ১৮ রানে পাঁচ উইকেট। বিশ্বকাপ ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা দশ উইকেট শিকারির তালিকায় আছেন মোহাম্মদ শামি, এই দশ জনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গড় শামির ১২.৯১। চলমান ২০২৩ ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপে শামির গড় ৬.৭। শামির প্রশংসা এখন ভারতজুড়ে, গত ম্যাচের পর ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর নিজের ভেরিফাইড সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, শামির বল এখন খেলাই যাচ্ছে না, অবিশ্বাস্য। সাবেক ক্রিকেটার ভিরেন্দর সেহওয়াগ লিখেছেন, ওয়াংখেড়েকে ওয়াকা বানিয়ে দিয়েছে। ওয়াকা অস্ট্রেলিয়ার পার্থের বিখ্যাত মাঠ, ঐতিহাসিকভাবেই ফাস্ট বোলাররা সেখানে সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং ব্যাটারদের জন্য অস্বস্তিকর মুহূর্ত তৈরি হয় এই মাঠে।

গত রাতে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের বিপক্ষে ভারতের বোলিং দেখে সেহওয়াগের ওয়াকার কথা মনে পড়েছে। শ্রীলঙ্কার প্রথম পাঁচজন ব্যাটার মিলে তুলেছেন ২ রান।

গত রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩০২ রানের জয় পেয়েছে ভারত, ভারতের করা ৩৫৭ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কা ৫৫ রানে অলআউট হয়ে যায়। এটাই টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ড।মোহাম্মদ শামিকে 'জেনুইন ম্যাচ উইনার' বলে আখ্যা দিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ।

ম্যাচ শেষে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, পরপর দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমাদের সিম বোলাররা নিজেদের কোয়ালিটির প্রমাণ দিয়েছেন। উইকেটে যদি সুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে তারা আরও ক্ষুরধার হয়ে যাবে। প্রথম তিন ম্যাচে একজন অতিরিক্ত ব্যাটারের জন্য শামিকে একাদশে রাখা হয়নি, ক্রিকবাজের আলোচনায় ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পার্থিব পাটেল বলেন, শামি, বুমরাহ, সিরাজ থাকলে অতিরিক্ত ব্যাটারের প্রয়োজন আপনি অনুভবই করবেন না। দুই বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মোহাম্মদ শামি গড়পড়তা পারফর্ম করার পরে ভারতের নেটিজেনদের একটা অংশ তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ধর্ম সম্পৃক্ত ঘৃণার বার্তা। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল, এরপর ভারতের দলে মোহাম্মদ শামিকে লক্ষ্যবস্তু করে অনলাইন আক্রমণ দেখা গিয়েছিল। অনেকেই লিখেছিলেন যাতে শামিকে ভারত থেকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তখন ভারতের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা শামির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তৎকালীন অধিনায়ক ভিরাট কোহলি সংবাদ সম্মেলনে এসে শামিকে আগলে রাখার কথা বলেন এবং দলীয় পরাজয়ের দায় গোটা দলের বলে উল্লেখ করেন।